পরিষদ্-গ্রন্থাবলী—৪

ছুটীখানের

মহাভারত

(অশ্বমেধপর্ব্ব)

কবি শ্রীকর নন্দী

বিরচিত

শ্রীবিনোদবিহারী কাব্যতীর্থ

ও

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ

সম্পাদিত

১৩৭।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট

হইতে

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

কলিকাতা

৫ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্যামপুকুর,

বিশ্বকোষ যন্ত্রে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক

মুদ্রিত।

১৩১২

মূল্য ১৲ এক টাকা
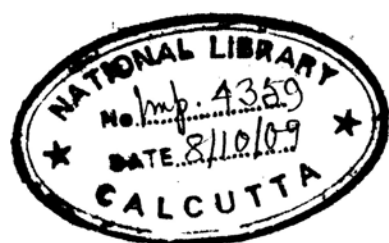
ছুটি খাঁর মহাভারতের সূচীপত্র।

অশ্বমেধ পর্ব্ব

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	মঙ্গলাচরণ	৩
২।	জনমেজয়-প্রশ্ন	৪
৩।	যুধিষ্ঠির ও ব্যাসবাক্য	৫
৪।	অশ্বমেধকল্পনা	৬
৫।	অশ্বমেধ যজ্ঞাশ্বনির্ণয়	৭
৬।	ভদ্রাবতী গমনে ভীমাদির উক্তি	৮
৭।	বৃষকেতু ও মেঘবর্ণ-সংবাদ	৯
৮।	শ্রীকৃষ্ণের আগমন	১০
৯।	ভীম ও কৃষ্ণের কথোপকথন	১১
১০।	যজ্ঞীয় অশ্ব আনয়নার্থ ভীমের ভদ্রাবতীযাত্রা ...	১২
১১।	মেঘবর্ণের যুদ্ধযাত্রা	১৩
১২।	ইন্দ্রদূতের-সমাগম	১৪
১৩।	মেঘবর্ণের অশ্ব আনয়ন ও যৌবনাশ্বের সৈন্য সহ যুদ্ধ ...	১৫
১৪।	বৃষকেতুর যুদ্ধ ও যৌবনাশ্ব সংবাদ	১৬
১৫।	যৌবনাশ্বের যুদ্ধ	১৭
১৬।	বৃষকেতুর সহিত যৌবনাশ্বের যুদ্ধ	১৮
১৭।	বৃষকেতু ও যৌবনাশ্বে যুদ্ধ	১৯
১৮।	সুবেগের সহিত ভীমের যুদ্ধ	২০
১৯।	বৃষকেতুর যুদ্ধে যৌবনাশ্বের পরাজয়	২১
২০।	যৌবনাশ্বের সপরিবারে হস্তিনায় আগমন ...	২২
২১।	যৌবনাশ্বের শ্রীকৃষ্ণদর্শন...	২৩
২২।	সপরিবারে যৌবনাশ্বের সহিত পাণ্ডবগণের মিলন ...	২৪
২৩।	যাদব-নিমন্ত্রণোপদেশ	২৫

	বিষয়			পৃষ্ঠা
২৪।	কৃষ্ণ ও ভীমের একত্র ভোজন	...	...	২৬
২৫।	হস্তিনাগমনে কৃষ্ণাদেশ ...	...	...	২৭
২৬।	পুরঞ্জনের প্রতি কৃষ্ণের উপদেশ	...	...	২৮
২৭।	কৃষ্ণের হস্তিনা-প্রস্থান ...	...	...	২৯
২৮।	কৃষ্ণাগমন ...	...	...	৩০
২৯।	পাণ্ডবযাদব মিলন ...	...	...	৩১
৩০।	যাদবরমণীগণের অশ্বদর্শন	...	...	৩২
৩১।	সৈন্যের প্রতি অনুশাল্বের আদেশ	...	...	৩৩*
৩২।	কৃষ্ণের সান্ত্বনা ...	...	...	৩৪
৩৩।	বৃষকেতুর সৈনাপত্য ...	...	...	৩৫
৩৪।	অনুশাল্বের সহিত কামদেবের যুদ্ধ	...	...	৩৬
৩৫।	প্রদ্যুম্নকে ভৎর্সনা ...	...	...	৩৭
৩৬।	ভীমের যুদ্ধ ...	...	...	৩৮
৩৭।	কৃষ্ণ অনুশাল্ব যুদ্ধ ...	...	...	৩৯
৩৮।	কৃষ্ণের মূর্চ্ছা ...	...	...	৪০
৩৯।	কৃষ্ণের মূর্চ্ছা ও বৃষকেতুর প্রতিজ্ঞা	...	...	৪১
৪০।	সত্যভামার প্রবোধ ও বৃষকেতুর যুদ্ধ	...	...	৪২
৪১।	অনুশাল্বের বন্দী-করণ ...	...	...	৪৩
৪২।	অনুশাল্বের বশ্যতা স্বীকার	...	...	৪৪
৪৩।	জয়পত্র বন্ধন ...	...	...	৪৫
৪৪।	অশ্ববিমোচন ...	...	...	৪৬
৪৫।	অশ্বের নীলধ্বজপুরে আগমন	...	...	৪৭
৪৬।	মদন-মঞ্জরীর অশ্ব ধরিতে লোভ	...	...	৫৩
৪৭।	প্রবীরের সহিত যুদ্ধ ...	...	...	৫৪
৪৮।	নীলধ্বজের যুদ্ধ ...	...	...	৫৬
৪৯।	স্বাহার সহিত অগ্নির বিবাহকথা	...	...	৫৭

* পুস্তকের ভ্রমবশতঃ ৩৩ হইতে ৪০ এর পরিবর্ত্তে ৪১ হইতে ৪৮ ছাপা হইয়াছে।

	বিষয়	পৃষ্ঠা
৫০।	স্বাহার বিবাহ ও নীলধ্বজ-সংবাদ	৫৮
৫১।	পাষাণময়ী চণ্ডিকা কর্ত্তৃক অশ্ববন্ধন	৫৯
৫২।	চণ্ডিকার পরিচয়	৬১
৫৩।	চম্পাবতী নগরে অশ্বপ্রবেশ	৬৩
৫৪।	সুধন্বার যুদ্ধসজ্জা	৬৫
৫৫।	সুধন্বার কৃষ্ণস্তুতি	৬৭
৫৬।	সুধন্বার সহিত বৃষকেতুর যুদ্ধ	৬৯
৫৭।	বৃষকেতু প্রভৃতির যুদ্ধে পরাজয়	৭১
৫৯।	সুধন্বার কাটামুণ্ড কর্ত্তৃক কৃষ্ণ স্তুতি	৭৯
৬০।	সুরথ ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ	৮১
৬১।	সুরথের মুণ্ড প্রয়াগে লইতে গরুড়ের প্রতি কৃষ্ণের আদেশ	৮৫
৬২।	হংসধ্বজ প্রতি কৃষ্ণের প্রবোধ বাক্য	৮৭
৬৩।	নারীদেশে অশ্বগমন	৮৯
৬৪।	প্রমীলা ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ	৯১
৬৫।	ভীষণ ও ব্রহ্মরাক্ষসের কথোপকথন	৯৩
৬৬।	অর্জ্জুনের মণিপুরে প্রবেশ	৯৫
৬৭।	অশ্বসহ বভ্রুবাহনের অর্জ্জুন সাক্ষাৎ	৯৭
৬৮।	অনুশাল্ব ও বভ্রুবাহনের যুদ্ধ	১০১
৬৯।	বভ্রুবাহন ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ	১০৩
৭০।	বৃষকেতু ও বভ্রুবাহনের যুদ্ধ	১০৫
৭১।	অর্জ্জুন ও বভ্রুবাহনের যুদ্ধ	১০৭
৭২।	চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতির বিলাপ	১০৯
৭৩।	মণিহেতু পুণ্ডরীকের পাতাল গমন	১১১
৭৪।	কুবুদ্ধি কর্ত্তৃক অর্জ্জুনমুণ্ডহরণ	১১৩
৭৫।	মণিসংস্পর্শে অর্জ্জুনের জীবনপ্রাপ্তি	১১৫
৭৬।	তাম্রধ্বজ কর্ত্তৃক অশ্ববন্ধন।	১১৬
৭৭।	অনিরুদ্ধ ও তাম্রধ্বজের যুদ্ধ	১১৭
৭৮।	তাম্রধ্বজ ও অর্জ্জুনের যুদ্ধ	১১৯
৭৯।	ময়ূরধ্বজের অপূর্ব্ব স্বার্থত্যাগ	

	বিষয়		পৃষ্ঠা
৮০।	বীরবর্ম্মার কথা, সারস্বতপুরে বীরবর্ম্মার সহিত যুদ্ধ	...	১২৬
৮১।	চন্দ্রহাসের উপাখ্যান, চন্দ্রহাসপুরে যুদ্ধ	...	১২৯
৮২।	জয়দ্রথপুরে অশ্বের গমন ও সিন্ধু যুদ্ধ ...	...	১২৫
৮৩।	অশ্ব লইয়া অর্জ্জুনের আগমন ও অশ্বমেধসমাপ্ত	...	১৩৭

ছুটিখানের মহাভারত।

(অশ্বমেধ পর্ব্ব।)

ছুটিখানের মহাভারত—শুনিয়াই পাঠক বিস্মিত হইবেন। ছুটিখান মুসলমান, তিনিই কি মহাভারত লিখিয়াছেন ? আমরা পাঠকবর্গকে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তিনি লেখেন নাই; কিন্তু তিনি যাহা করিয়া ছিলেন, শুনিলে পাঠকবর্গ আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। তিনি মুসলমান হইলেও হিন্দু কবি দ্বারা জৈমিনি-মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্ব ছন্দোবন্ধে অনুবাদ করাইয়া লন। সে হিন্দু কবির নাম শ্রীকরনন্দী। কেন করাইলেন ? যে হেতু তাঁহার পিতা এক জন হিন্দু কবি দ্বারা সমস্ত জৈমিনি ভারত ছন্দোবন্ধে অনুবাদ করাইয়া ছিলেন, সে কবির নাম কবীন্দ্র পরমেশ্বর। সুতরাং ইঁহারা দুই পুরুষ ধরিয়া হিন্দু কাব্যের পক্ষপাতী। এ পক্ষপাতেরও কারণ আছে; তাঁহারা যে রাজার অধীনে কর্ম্ম করিতেন, তিনি নিজেই হিন্দু-পক্ষপাতী ছিলেন; সুতরাং তাঁহার অধীনস্থ সামন্ত ও সেনাপতিগণ যে হিন্দু পক্ষপাতী হইবেন তাহাতে বিচিত্র কি ? এই রাজার নাম আলা উদ্দীন হোসেন সাহ; ইনি ১৪৯৪ সালে বাঙ্গালার সুলতান হইয়াছিলেন। ইহাঁর পারিষদগণের মধ্যে অনেক হিন্দু বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। পরাগল ইহাঁর অধীনে চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন। ছুটিখাঁ পরাগলের পুত্র। শ্রীকরনন্দীর এই অশ্বমেধপর্ব্ব সম্ভবতঃ চট্টগ্রামেই রচিত, লিখিত ও গীত হইয়াছিল। সুতরাং এ পুস্তক প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত।

এ পুস্তকের ভাষা অতি সরল, বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না, কিন্তু ভাষা এখনকার ভাষা হইতে পৃথক্। আমি তুমির স্থানে 'আহ্মি' 'তুহ্মি,' কেন'র স্থানে 'কেহ্নে,' করিব'র স্থানে 'করিবাম'। ক্রিয়া গুলিতে (অন্ত) বিভক্তির সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, যথা 'জিজ্ঞাসন্ত বোলন্ত, বলিলেন্ত, হোন্ত, আইলেন্ত' ইত্যাদি। আমরা পূর্ব্বে জানিতাম যে মাইকেল মধুসূদন দত্তই অসমসাহসে বাঙ্গালায় নূতন নূতন অদ্ভুত অদ্ভুত নাম-ধাতু প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, যথা—নাদিলা, আরম্ভিলা, আন্ধারিলা ইত্যাদি। কিন্তু শ্রীকরনন্দীও এ বিষয়ে বড় কম নহেন, তিনিও লিখিয়াছেন,—শান্তাইল, নিশবদে, ভোগম, সানন্দিল, অর্থাৎ সান্ত্বনা করিল, নিঃশব্দ হইল, ভোগ করিতেছি, আনন্দিত

পুথি লিখিতেছেন; তিনি সংস্কৃত কথা একেবারেই বুঝেন না। তবে ছন্দ পূরাইবার অনুরোধে তিনি অনেকবার মহেষ্বাস এই শব্দটী ব্যবহার করিয়াছেন। তৎকালীন বাঙ্গালা ভাষা এখনকার ভাষা হইতে যে কিছু পৃথক্ হইবে তাহাতে বিচিত্র কি? কিন্তু আমরা উহার সহিত বর্ত্তমান ভাষার সৌসাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছি।

এই মহাভারত সম্পাদনার্থ দুইখানি পুথি গৃহীত হইয়াছে। এই দুইখানির হস্তলিপি কিছু বিশেষ নূতন, বর্গীয় জটী ইংরাজী এফের মত, ক'টী একটী দাড়ির গায়ে একটু কিছু জড়ান, র ও বএর বিশেষ এই যে রএর বুকে একটী হাইফেন-লাগান আর বএর পেটটী কাটা। সুবিধার জন্য দুইখানি পুথি 'ক' ও 'খ' নামে চিহ্নিত করা হইল। 'ক' পুস্তকখানির হাতের লেখা আর রচনার সময় বিশেষ তফাৎ আছে বলিয়া মনে হয় না। এখানিই আদর্শ স্বরূপ গ্রহণ করা হইল। অপর পুথিখানি 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন সংগ্রহ করিয়া বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে প্রদান করিয়াছেন, এখানি বিশ্বকোষ-কার্য্যালয়ে রক্ষিত আছে। এই 'খ' পুথিখানির শেষে সন তারিখ আছে, তাহাতে জানা গেল, পুথিখানির নকলের তারিখ ১৫৮৫ শক।

ছুটিখানের মহাভারত।

অশ্বমেধ-পর্ব্ব।

——(*)——

মঙ্গলাচরণ।

প্রণমহো অনাদি নিধন সনাতন।
সৃষ্টিস্থিতিপালক পরম কারণ॥
তাহার সঙ্গেত নমি কুলপ্রজাপতি।
পুনি পুনি সেই দেবে করএ প্রণতি॥
গণপতি বন্দম বিঘ্ননাশন।
তবে দেবী ভগবতী বন্দম চরণ॥
প্রণমহো ভক্তি করি যত কবিগণ।
জনক জননী বন্দো যত গুরুজন॥
সভাপতি অগ্রতে মোহর প্রণতি।
রচিব পয়ার কিছু সংক্ষেপ পুথি॥
পৃথিবীর মোক্ষ পবিত্র এক স্থান।
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি নাহি কোন কাল॥
নসরত সাহা তাত অতি মহারাজা।
রাম বহুনিষ্ঠ পালে সব প্রজা॥
নৃপতি **হুসন সাহা** যেঅ ক্ষিতিপতি।
সাম-দান-দণ্ড-ভেদে পালএ বসুমতী॥
তান এক সেনাপতি লস্কর **ছুটিখান**।
ত্রিপুরার উপরে করিল সন্নিধান॥
চাটিগ্রাম নগরের নিকট উতরে।
চন্দ্রশেখর পর্ব্বত কন্দরে॥

চাকুলোল গিরি তার পৈত্রিক বসতি।
বিধিএ নির্ম্মিল তাক কি কহিব অতি॥
চারিবর্ণ বসে লোক সেনা সন্নিহিত।
নানাগুণে প্রজা সব বসএ তথাত॥
ফণী নামে নদীএ বেষ্টিত চারিধার।
পূর্ব্বদিগে মহাগিরি পার নাহি তার॥
লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরে নির্ভয় **ছুটিখান** মহাশয়॥
আজানুলম্বিত বাহু কোমল লোচন।
বিশাল হৃদয়ে মত্তগজেন্দ্র গমন॥
চতুঃষষ্টি কলা বসতি গুণের নিধি।
পৃথিবীবিখ্যাত সে যে নির্ম্মাইল বিধি॥
দাতা বলি কর্ণ সম অপার মহিমা।
শৌর্য্যে বীর্য্যে গাম্ভীর্য্যে নাহিক যে সীমা॥
তাহান যত গুণ শুনিয়া নৃপতি।
সম্বাদিয়া আনিলেক কুতূহলমতি॥
নৃপতি অগ্রেত তার বহুল সম্মান।
ঘোটক প্রসাদ পাইল ছুটিখান॥
লস্করী বিষয় পাইয়া মহামতি।
সাম-দান-দণ্ড-ভেদে পালে বসুমতী॥

ত্রিপুর নৃপতি যার ডরে এড়ে দেশ।
পর্ব্বতগহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ॥
গজ বাজি ধার দিয়া করিল সম্মান।
মহাবন মধ্যে তাঁর পুরীর নির্ম্মাণ॥
অদ্যাপি ভয় না দিল মহামতি।
তথাপি আতঙ্কে বৈসে ত্রিপুর নৃপতি॥
আপনে নৃপতি সন্তর্পিয়া বিশেষে।
সুখে বসে লস্কর আপনার দেশে॥
দিনে দিনে বাড়ে তার রাজসম্মান।
যাবত পৃথিবী থাকে সন্ততি তাহান॥
পণ্ডিতে পণ্ডিতে সভাখণ্ড মহামতি।
এক দিন বসিলেক বান্ধব সংহতি॥
শুনন্ত ভারত তবে অতি পুণ্য কথা।
মহামুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা॥
অশ্বমেধ কথা শুনি প্রসন্ন হৃদয়।
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয়॥
দেশী ভাষায় এহি কথা রচিল পয়ার।
সঞ্চারৌক কীর্ত্তি মোর জগত সংসার॥
তাহান আদেশ মাল্য মস্তকে ধরিয়া।
শ্রীকরনন্দী কহিলেক পয়ার রচিয়া॥
যেন মতে অশ্বমেধ কৈল যুধিষ্ঠির।
রচিলেক অশ্বমেধ পবিত্র শরীর॥
বাসুদেব ধনঞ্জয় সখার কারণ।
যজ্ঞ যেন নির্বহিল পাণ্ডুর নন্দন॥
অশ্বমেধ পুণ্যকথা অমৃত লহরী।
শুনিলে আপদ খণ্ডে পরলোক তরি॥*

জনমেজয়-প্রশ্ন।

দ্বাপর যুগেতে ছিল পাণ্ডু-নরপতি।[১]
যুধিষ্ঠির নামে রাজা ধর্ম্ম মহামতি॥
তাহান কনিষ্ঠ ভাই বীর ধনঞ্জয়।
অভিমন্যু নামে ধনঞ্জয়ের তনয়॥
চক্রব্যূহ ভেদিলেন দ্রোণে না গণিয়া।
সর্ব্ব সৈন্য দুর্য্যোধন রাজা না গণিয়া॥
তাহান তনয় হইল বীর পরীক্ষিত।
বলবীর্য্যে বিখ্যাত মহিমা ধরণীত॥
পরীক্ষিত রাজার তনয় মহাশয়।
জন্মেজয় নাম তান সমরে দুর্জ্জয়॥
সর্প হেতু যজ্ঞ করিল ক্ষিতিতলে।
তেঞি পুছিলেন্ত জৈমিনি কুতূহলে॥
মোর পিতামহ পূর্ব্বে যুধিষ্ঠির রাজা।
ধর্ম্ম অবতারে পালে পৃথিবীর প্রজা॥
কোন মতে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন্ত।
সে বহু রহস্য মুনি কহ আদি অন্ত॥
নয়নগোচরে তুহ্মি দেখিলা সকল।
ঘোড়া রাখিলেন্ত কোন মতে মহাবল॥
রাজসূআএ ছিল দৈবকীনন্দন।
সে সব শুনিতে মোর কুতূহল মন॥[১]
কহ কহ মুনিবর মোহোতে[২] সদয়।
উপুছ না হইব[৩] মুনি মহাশয়॥ (?)

(১) পৃথিবীবিখ্যাত বীর পাণ্ডব সুমতি।—খ।

* মঙ্গলাচরণের সমস্ত অংশ আদর্শ পুথিতে নাই, ১৫৮৫ শকের পুথিতে আছে।
(১) খ-পুথিতে এই শ্লোক নাই।
(২) হওত।—খ।
(৩) উৎপীছনার ধিক্।—ক।

রাজার শুনিয়া হেন বিনয় বচন।
কহন্ত যে মুনিবর ইতিহাস বিবরণ॥
ভীষ্ম যদি স্বর্গে গেল তনু পরিহরি।
শোকাকুলি যুধিষ্ঠির কুরু অধিকারী॥
হরি হরি স্মরন্ত ভাবন্ত বহু শোক।
রাজার অবস্থা ত্রস্ত রাজলোক॥
হেন কালে ব্যাস মুনি হইল উপস্থিত।
আশীর্ব্বাদ করিলেন্ত নিগম বিহিত॥
ব্যাসে দেখি নরপতি এড়িল আসন।
অর্চ্চিলেক পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া আচমন॥
বিষ্টর আসনে মুনি বসিলেন্ত যবে।
ভক্তি করি নরপতি পুছিলেন্ত তবে॥
শুন মুনিবর মুঞি করম নিবেদন।
মোর পুণ্যফলে যে তোহ্মার আগমন॥
রাজ্যলোভে দেখ মুঞি কৈল অপকর্ম্ম।
জ্ঞাতি সব বধি রণে করিলুঁ অধর্ম্ম॥
সহোদর তুল্য ভাই রাজা দুর্য্যোধন।
রাজ্য হেতু তা সভারে করিলুঁ নিধন॥
যেই ভাই কর্ণবীর সূর্য্যের নন্দন।
ত্রিভুবনে সমরেত বড় বিচক্ষণ॥
ত্রিভুবন সমরেত খ্যাত কর্ণ বড় বীর।
তাকে সংহারিলুঁ মুঞি পাপ যুধিষ্ঠির॥
যে কর্ণের পুরেত আছিল বেদনাদ।
তার পুরে নারী কান্দএ পাইয়া অবসাদ॥
সে কর্ণে মারিলুঁ মুঞি ভাই সহোদর।
ভীষ্ম এড়ি গেল মোরে শুন মুনিবর॥
শোকে তাপে দহে মোর সন্তত হৃদয়।
রাজ্যসুখে কার্য্য নাই চলিমু বনয়॥
হেনমতে জ্ঞাতিবধ খণ্ডাইতে পারি।
স্বর্গে চলি যাইমু মুঞি তনু পরিহরি॥
এড়িলুঁ রাজ্যের চিন্তা আর নাহি কাজ।
তপ হেতু যাইমু আজ্ঞা দেয় মুনিরাজ॥
যদ্যপি শাস্তাইল মুনি বহুল বচনে।
তথাপিহ শান্ত নহে ধর্ম্মরাজ মনে॥
বৃষকেতু স্থানে মুই দিয়া রাজ্যভার।
বনবাসে[১] চলি যাইমু তপ করিবার॥
রাজার বচন শুনি ব্যাস মহামুনি।
প্রত্যুত্তর করিলেক নিজ মনে গুণি॥
আহ্মার বচন শুন রাজা মহাশয়।
গোত্রবধ পাপে তুহ্মি না চিন্তিয় ভয়॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ কর বেদের বিধানে।
খণ্ডিব পাতক সব হইবা কল্যাণে॥
পূর্ব্বকালে দশরথ নামে নরপতি।
তিন অশ্বমেধ কৈল বশিষ্ঠ সংহতি॥
অশ্বমেধ যজ্ঞফলে খণ্ডিবেক পাপ।
নয়গু(ণে) পাল প্রজা[২] না ভাবিয় তাপ॥
আপনে গোবিন্দ সহ সখ্য সহচর।
তোহ্মার সহায় বড় শুন নৃপবর॥
অনায়াসে যজ্ঞ তুহ্মি পারিবা করিতে।
রাজ্য এড়ি কেহ্নে চিন্ত বনবাসে যাইতে॥
যাহার সহায় কৃষ্ণ দৈবকীনন্দন।
তাহার অসাধ্য নাই এ তিন ভুবন॥
অধর্ম্ম করিয়া লোকে কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্মরে।
সেই কৃষ্ণে তাহার যে অধর্ম্ম সংহারে॥
হেন কৃষ্ণ তোহ্মা সঙ্গে সদায় বৈসন্ত[৩]।
অধর্ম্মের ভয় কেহ্নে চিন্ত মতিমন্ত॥
অশ্বমেধ কর পাল আহ্মার বচন।
অধর্ম্মের ভয় কেহ্নে চিন্তহ অখন॥

(১) 'তপোবনে'—খ।
(২) 'সুখে রাজ্য কর রাজা'—খ।
(৩) 'সতত থাকন্ত'—খ।

মুনির বচন শুনি পাণ্ডব সুমতি।
গদ গদ বাক্যে কহে উত্তর ভারতী ॥
বিনি ধনে এই যজ্ঞ না পারে করিবার।
ধন মোর নাহি মুনি কহিলুম সার ॥
রাজসূঅ হেতু পূর্ব্বে যত মহীপাল।
রণে জিনি ধন সব আনিল সেকাল ॥
দুর্য্যোধন নৃপতির কুবুদ্ধি কারণ।
কুরুক্ষেত্রে নৃপতির করিলু নিধন ॥
পুনি ধন হেতু মুই লোক হিংসিবার।
মোর মনে মুনিবর না লাগএ আর ॥
যজ্ঞের সম্ভব না হয় এড়িমু নগর।
তপস্যা করিব দড় শুন মুনিবর ॥
রাজার বচন শুন পুনি বোলে ব্যাস।
ধন হেতু না চিন্তিয় শুন মহেষ্বাস ॥
যত ধন অশ্বমেধ যজ্ঞের চাহসি।
হিমালয় হোতে ধন আন রাশি রাশি ॥
সত্যযুগে আছিল মরুত্ত নরপতি।
যজ্ঞ করি ব্রাহ্মণেরে ধন দিল অতি ॥
সেই ধন পর্ব্বতেত আছে মহাশয়।
নিতে না পারিল ধন ব্রাহ্মণে নিশ্চয় ॥
এড়ি গেল সে ব্রাহ্মণে বহুবিধ ধন।
হিমালয় পর্ব্বতে শুনন্ত সর্ব্বজন ॥
সে সকল ধন আনি যজ্ঞ কর তুহ্মি।
নরপতি এহি যুক্তি তোকে দিল আহ্মি ॥
রাজা বোলে এক নৃপ করিলেক দান।
তাকে আনিবারে তুহ্মি দেয় সম্বিধান ॥
ব্রাহ্মণের ধন সে যে আনিবাম গিয়া।
ব্রহ্মস্ব করিব দান না বলিয় এহা ॥[১]

রাজার বচনে মুনি কহে আরবার।
ব্রহ্মস্ব না হএ সেই কহি শুন সার ॥
যথনে এড়িয়া গেল ব্রাহ্মণে সে ধন।
তাহার কর্ত্তব্য নহে শুনহ রাজন ॥
ভৃগুপতি রামে পূর্ব্বে দান কৈল ক্ষিতি।
লভিল কাশ্যপ মুনি শুন মহামতি ॥
সে কারণে ক্ষিতি হএ ব্রহ্মধন।
বোল দেখি কেহ্নে ভোগ করে রাজগণ ॥
এহার যুকুতি এহি শুন নরপতি।
ধন আনি যজ্ঞ কর পুণ্য পাইবা অতি ॥১
রাবণ প্রভৃতি রাজা জিনিল যথন।
ব্রাহ্মণের দায় নাই খণ্ডিল তখন ॥
যে রাএ যথনে জিনিল ধরাতল।
ধন জন যত ইতি তাহার সকল ॥২
সার্ব্বভৌম রাজা তুহ্মি ক্ষিতি তোর বশ।
ক্ষিতিতল সকল তোহ্মার না হএ ব্রহ্মস্ব ॥
সে সকল ধন আন না চিন্ত প্রমাদ।
যজ্ঞ কৈলে খণ্ডিবেক পাপ অবসাদ ॥
মুনির বচনে রাজা প্রসন্ন হৃদয়।
পুনি জিজ্ঞাসন্ত রাজা করিয়া বিনয় ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞে কহ কেমত বিধান।
ব্রাহ্মণ কতেক হএ কত দিব দান ॥
ঘোটকের কোন রূপ কোন দেশে জন্ম।
কহ মুনিবর বেদে যে কহিল ধর্ম্ম ॥৩

---

(১) ব্রাহ্মণের ধন আনিতে না হএ উচিত।
ব্রহ্মস্বে করিব যজ্ঞ না লএ মোর চিত ॥—খ।

(১) জিনিল পৃথিবী সব সুরদৈত্যপতি।—খ।

(২) যে রাজা যথন হএ সর্ব্ব ধন তান।
ধন জন যত ধন সকল তাহান ॥—খ।

(৩) ঘোটক কেমন কোন দেশে নাহি জানি।
কহ কহ মুনিবর বেদশাস্ত্র জানি ॥—খ।

যুধিষ্ঠির নৃপতির বচন শুনিয়া।
কহে মুনিবর বেদ বিধান জানিয়া॥১
বেদ শাস্ত্রে পরাগত কুলীন পণ্ডিত।
বিংশতি সহস্র বিপ্র যজ্ঞের বিহিত॥
এক এক ব্রাহ্মণেরে দক্ষিণা দিবে যত।
কহি শুন নরপতি বেদের সম্মত॥
সহস্রেক ধেনু আর এক সস্র গজ।২
রথ এক দিব মণি মাণিক্যের ধ্বজ॥
এক এক ভার কাঞ্চন দিব দান।
প্রথম দিনেত এহি কহিলু বিধান॥
তবে সে এড়িব ঘোড়া ক্ষিতি বিচরিতে।
যথা ইচ্ছা তথা যাইব গতি অরোধিতে॥
রক্ষক সংহতি যাইব পুত্র বা সোদর।
সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমিব রক্ষক ধনুর্দ্ধর॥৩
ইন্দুকুন্দ সোমবর্ণ যজ্ঞ অশ্ববর।
পীতপুচ্ছ দীর্ঘকর্ণ পরম সুন্দর॥
অথবা শ্যামলবর্ণ হৃষ্ট পুষ্ট অতি।
যজ্ঞের ঘোড়ার এহি কহিলু সংগতি॥
মাথাতে লিখিব পত্র সুবর্ণের জলে।
যথা ইচ্ছা তথা যাইব মন কুতূহলে॥৪
রক্ষক সহিতে দিব আপ্ত সহোদর।
পত্র লেখি কপালে বান্ধিব ঘোড়ার॥
এড়িবেক ঘোড়া বৎসরেক ভ্রমিবার[৫]।
সকল নির্ব্বন্ধ রাজা কহিলাম সার॥

(১) কহে ব্যাস মুনি সব সাবধান হইয়া।—খ
(২) সহস্রেক ধেনু অশ্ব দশ এক গজ।—খ।
(৩) ঘোটক রক্ষক হইব নিজ সহোদর।
যে রাজার শক্তি থাকে ধরোক অশ্ববর।—খ।
(৪) এড়িবেক সেই ঘোড়া অঙ্গ কুতুহলে।—খ।
(৫) চরিবার।—খ।

কদাচিত ঘোড়া যদি কেহ্নে বলে ধরে।
পরাজিয়া সেই বীর বিষম সমরে॥

*　*　*　*

যুদ্ধে জিনি আনিব রক্ষক ধর্ম্মুদ্ধরে॥
আনিতে না পারে যদি যজ্ঞ হএ বাদ।
হারিলেহ লজ্জা হএ বহুল প্রমাদ॥
পৌর্ণমাসী তিথি পাইয়া এহি পরকার।
এড়িবেক ঘোড়া বৎসরেক চরিবার॥
যথাযুক্ত পরসরে (?) এড় এহি হয়।
ধেনু শত সহস্র দান তথাত নিশ্চয়॥
আপনে যে আরম্ভিব অসিপত্রব্রত।
এড়িবেক সর্ব্বভোগ নিজ উপগত॥
পত্নী সঙ্গে এক শয্যা থাকিব শয়নে।
কামচেষ্টা উপভোগ না চিন্তিব মনে॥
যজ্ঞের বিধান এহি কহিলু সকল।
পারিবা করিতে যজ্ঞ না হইয় বিকল॥
মুনির বচনে রাজা পুনিহ পুছন্ত।
উপাএ না হএ কার্য্য সাধন মহন্ত॥১
হেন অশ্ব রত্ন মুঞি কোথাতে পাইমু।
ঘোড়া রাখিবারে মুই কারে নিযোজিমু॥
যেবা ভীমার্জ্জুন মোর ভাই সহোদর।
মোহর লাগিয়া দুঃখ পাইছে বহুতর॥
তা সভারে পুনি যুদ্ধে নারম নিযোজিতে।
বিনি ভীমার্জ্জুনে নারে ধনুক ধরিতে॥
যেবা ভ্রাতৃপুত্র মোর কর্ণের নন্দন।
বৃষকেতু অতি শিশু দেখহ লক্ষণ॥
ষোড়শ বৎসর মাত্র হইছে তাহার।
অতি শিশু রণে যাইতে নহে ব্যবহার॥

(১) কিরূপে করিমু কার্য্য কহ মতিমন্ত।—খ।

পৌত্রবর মেঘবর্ণ নামে মহাবীর।
ঘটোৎকচসুত রণে অক্ষোভ শরীর॥
তার বাপ মোর হেতু কর্ণের সমরে।
শরীর এড়িল মুনি তোহ্মার গোচরে॥
তাহারে পাঠাতে রণে না হয় যুকতি।
কৃষ্ণ হেন বন্ধু নাহি নিকটে সম্প্রতি॥
বহু বিঘ্নকর যজ্ঞ করিমু যে আশ।
সিদ্ধি না হইলে পাছে পাইব উপহাস॥
এহি যজ্ঞ মোর কোহ্নু না দেখল সিদ্ধি।
কোথা আছে ঘোড়া তার না জানেন সন্ধি॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির হেন বাক্য শুনি।
ঘোড়ার উদ্দেশ কহে ব্যাস মহামুনি॥
ভদ্রাবতী নামে পুরী উত্তম বসতি।
মহাবীর যৌবনাশ্ব তথা নরপতি॥
তার ঠাঁই আছে এইরূপ অশ্বগণ।
ধন জন রক্ষা করে পরম কৃপণ॥১
হেন মতে যৌবনাশ্বে সে অশ্ব রাখন্ত।
আছউক মনুষ্য দেবে রাখিতে নারন্ত॥
ব্যাসের বচনে ভীম দিলেক উত্তর।
আহ্মি দিব ঘোড়া আনি তোহ্মার গোচর॥২
একাকী যাইমু মুই পুরী ভদ্রাবতী।
সমরে জিনিমু যৌবনাশ্ব নরপতি॥
বলাৎকারে আনিমু যে ঘোটক তাহার।
প্রতিজ্ঞা করিয়া বলে গোচর রাজার॥

যদি মুই সেই অশ্ব আনিতে নারম।
মাতৃহত্যা নরকেত পচিয়া মরম॥১
অতি ঘোর স্থানেত মোহর হওএ বাস।
এ বুলিয়া নিশবদে ভীম মহেষ্বাস॥
ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনি বোলন্ত নৃপতি।
পাছু না চিন্তিয়া বোল প্রতিজ্ঞা ভারতী॥
যদি যৌবনাশ্ব রাজা বলে মহাবীর।
তাহার সমুখে রণে রহিব কোন বীর॥
সংশয় দেখম ভীম ভদ্রাবতীজয়।
একাকী যাইতে রণে অযোগ্য বলয়॥
রাজা যদি ভীমক এহেন বলিলেন্ত।২
বৃষকেতু কর্ণপুত্রে হেন কহিলেন্ত॥
মোকে ভীম সঙ্গে নেয় তোহ্মার দোসর।
যৌবনাশ্বে জিনিবাম করিয়া সমর॥
ভীমে বোলে বৃষকেতু তুহ্মি মহাবীর।
সুরাসুর সমরেত অক্ষোভ শরীর॥
যৌবনাশ্ব জিনিতে পার আপনার বলে।
তোহ্মা সম কোন বীর আছে ক্ষিতিতলে।
কি পুনি তোহ্মার বাপ যে হোন্তে মারিল।
তোর মুখ চাহম যে লজ্জা আবরিল॥
এ হেতু তোহ্মারে পুনি যাইবারে সমর।
বলিবারে একমুখে না আইসে উত্তর॥
ভীমের বচনে বৃষকেতুএ বোলন্ত।
না করিলা অপকর্ম্ম শুন মতিমন্ত॥
উপকার কৈলো মোর জনক সংহারি।
সদা এ আছিল দুর্য্যোধন সেবাকারী॥

(১) দশ অক্ষৌহিনী সৈন্য সহ সেনাপতি।
ঘোড়া রাখিবার হেতু সাবধান মতি॥—খ।

(২) * * * * হেন বাক্য বুলিলেন্ত।
সেই সভাতে ভীমসেনে তর্জ্জন করন্ত।—খ।

(১) যদি সেই অশ্ব আনিতে না পারোম।
তবে মুঞি নরকেত পড়িয়া মরোম॥—খ।

(২) রাজএ যদি এমত ভীমক গর্জ্জন্ত।—খ।

ধর্ম্মেত হয়ন্তি তেঞি পাণ্ডুর তনয়।
নিজ সৈন্য এড়ি কৈল শত্রুতে বিনয়॥
রজস্বলা দ্রৌপদীরে কামহত চিত্তে।
আলোকন করি সব সভার বিদিতে॥
সে সব অধর্ম্ম নাশ কৈলে তুহ্মি সব।
সমুখ সমরে তান কৈলা পরাভব॥
স্বর্গে গেল বাপ মোর তোহ্মার প্রসাদে।
উপকার মানি আহ্মি না চিন্ত প্রমাদে॥
এত যদি বৃষকেতু বচন বলিল।
দুই হাতে ভীমসেন তাকে আলিঙ্গিল॥
সঙ্গে যাইতে তাহারে দিলেক অনুমতি।
মেঘবর্ণ পৌত্রকে বলিল মহামতি॥
তোর বাপে বহুল করিলা উপকার।
শুন পৌত্রবর তুহ্মি বচন আহ্মার॥
অর্জ্জুনের সনে তুহ্মি রহ এহি স্থল।
সহদেব নকুল তাহার অনুবল॥[১]
বৃষকেতু সঙ্গে মুঞি যাইমু ভদ্রাবতী।
আনিব যজ্ঞের ঘোড়া রণে দিও মতি॥
এত যদি ভীমসেনে বলিল বচন।
মেঘবর্ণ কুমারে বলিল ততক্ষণ॥
মোর বাপ ঘটোৎকচ তোহ্মার নন্দন।
তোমার কার্য্যেতে তেঞি তেজিল জীবন॥
তাহান জনম ধন্য ধন্য ব্যবহার।
পিতৃকার্য্যে শরীর এড়িল আপনার॥
মহাবীর ধনঞ্জয় সমরে নির্ভয়।
যার দর্পে কম্পমান বিপক্ষ নিশ্চয়॥
রাজারে রাখিয়া তেঞি রহিবেন স্থল।
সহদেব নকুল তাহার অনুবল॥[২]
তোহ্মার সংহতি আহ্মি যাইমু ভদ্রাবতী।
বৃষকেতু সঙ্গে তুহ্মি রণে দিয় মতি॥
মায়াবলে ঘোড়া মুই কাড়িয়া আনিমু।
পৃষ্ঠে বহি তোহ্মার অগ্রেতে আনি দিমু॥
ঘাড়ে করি চল ব্যাজে নাহি প্রয়োজন।
ঘোড়া কাড়ি আনি দিব আহ্মি তিন জন॥
শুনিয়া পৌত্রের বাক্য ভীম মহাবলে।
দুই হাতে তাকে আলিঙ্গিল কুতুহলে॥
মেঘবর্ণ সঙ্গে যাইতে অনুমতি দিল।
তবে ব্যাসমুনি নরপতিত কহিল॥
রাত্রি কাল হইল দেখি দিন অবসান।
আশ্রমেত যাই আহ্মি হউক সন্বিধান॥
মন বাঞ্ছা সিদ্ধি তোর হউক অবিকলে।
এই আশীর্ব্বাদ দিল নিজ পুণ্য বলে॥
এ বুলিয়া ব্যাস মুনি চলিল সত্বর।
বাড়াই দিলেক নিয়া ধর্ম্ম নৃপবর॥[৩]
সোদর সংহতি রাজা সে মুনি বন্দিয়া।
মন্ত্রণাঘরেত তবে গেলেন্ত চলিয়া॥
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুল কুমার।
যুক্তি হেতু বসিলেক নিকটে রাজার॥
বসিল দ্রৌপদী মহাদেবী তান পাশে।
যুক্তি করে যুধিষ্ঠির রাজা মহেষ্বাসে॥
অশ্বমেধযজ্ঞ মুই কিরূপে করিমু।
ঘোড়া রাখিবারে মুই কাকে নিয়োজিমু॥[১]

(১) অর্জ্জুনের সহ তুহ্মি রহ এহি স্থানে,
নৃপতিরক্ষক হইয়া রহ অপ্রধানে॥—খ।

(২) সহদেব সহিত অর্জ্জুন মহাবল।
নৃপতি রক্ষিয়া থাকিব সকল॥—খ।

(৩) বাড়াইয়া দিলেন্ত নিয়া ধর্ম্মবর।—খ।

(১) ধন জন বিত্ত আহ্মি কি মতে তুষিমু।—খ।

যৌবনাশ্ব জিনিবাম কেমতি শকতি।
চিন্তাএ বিকল মোর স্থির নহে মতি॥
রাজার বচন শুনি পবননন্দন।
পুনি পুনি ভীমে বোলে ব্যাপহ বচন॥
ভীমের বচনে ভীম ব্যাপহ না ধরে।
উপরোধে কোহ্নে বাক্য না বোলে তাহারে।
চিন্তাকুল নরপতি এড়েন্ত নিশ্বাস।
নিশবদে ধনঞ্জয় বুঝে তান আশ॥
রাজা বোলে বন্ধু মোর দৈবকীনন্দন।
ইহলোকে তান সম নাহি বন্ধু জন॥[২]
তাহান প্রসাদে মুই ভোগম বসুমতী।
বড় বড় আপদ তরাইল মহামতি॥
দ্রৌপদীকে সভা মধ্যে পাপ দুর্য্যোধন।
বস্ত্রহীন করিতে লাগিল যে কারণ॥
বস্ত্ররূপ হইয়া কৃষ্ণ সে লজ্জা রাখিলা।[৩]
যাহার মন্ত্রণা মূলে কৌরব নাশিলা॥
হেন কৃষ্ণ সম্প্রতি নাহিক নিকটে।
কোহ্নে তরাইব মুই পড়িলু সঙ্কটে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নরপতি স্মরে বারে বারে।
হেন কালে কৃষ্ণ আসি মিলিল দুআরে॥
ভকত-বৎসল কৃষ্ণ অনাদি নিধন।
সতত ভকত জন থাকে তান মন॥
ব্যাকুল ভকত দেখি আইলেন্ত আপনে।
রাজদ্বারে আসি কৃষ্ণ মিলিল তখনে॥
শুন আরে দ্বারপাল মোহর উত্তর।
মুঞি কৃষ্ণ জানা যৈ রাজার গোচর॥

সময় জানিয়া কহিও রাজার সদন।
অসময় বিদিতে না যাইমু কদাচন॥
হেন যদি বলিলেন্ত কৃষ্ণ মহামতি।
করপুটে দ্বারী বোলে করিয়া প্রণতি॥
আপ্ত সুখে চল দেব পুরীর ভিতরে।
সোদর সহিতে রাজা গূঢ় যুক্তি করে॥
অসময় সময় তোহ্মার সর্ব্বকাল।
এহেন বুলিছে পূর্ব্ব ধর্ম্ম মহীপাল॥
পর অপর দেশত যেই নরপতি।
পর ধন হরিবারে যে করে যুকতি॥
পরনারী লম্পটের রূপ মধুপান।
তার অসময় সময় সর্ব্ব স্থান॥
এ সকল ধর্ম্ম না করন্ত কদাচন।
যুধিষ্ঠির নরপতি ধর্ম্মের নন্দন॥
সর্ব্বকাল সময় তাহার দরশনে।[৪]
অসময় নাহিক আহ্মার প্রভু স্থানে॥
তোহ্মারে চিন্তএ রাজা নিজ কার্য্যহেতু।
মনোরথ সম্পন্ন করহ ভবকেতু।
দ্বারীর বচনে কৃষ্ণ বোলে আরবার।
অজিজ্ঞাসাএ না যাইব নীতি ব্যবহার॥
আন কার্য্য পরিহরি চলহ অখন।
আহ্মি আসিয়াছি কহ ধর্ম্মের সদন॥[৫]
কৃষ্ণের বচনে দ্বারী সত্বর গমনে।
নৃপতি গোচরে জানাইল ততক্ষণে॥
অস্তে ব্যস্তে নরপতি আসন এড়িল।
তাই সব সঙ্গে করি দ্বারে নিঃসরিল॥[৬]

---

(২) ইহলোকে তাঞি বিনে বন্ধু নাহি আন।
শ্রীকৃষ্ণ বিপদ কালে করিত পরিত্রাণ॥—খ।

(৩) বস্ত্ররূপী হইয়া কৃষ্ণ করিলা রক্ষণ।
ইন্দ্র আদি দেব দেখিল সর্ব্বজন॥
লীলার উদ্ধরে যত আপদ লক্ষণ॥—খ।

(৪) সর্ব্বকাল সময় তোহ্মা দরশনে।
অসময় নাহি জান তোহ্মা সন্দর্শনে॥—খ।

(৫) ব্যাজ পরিহর তুমি চলহ সত্বর।
আহ্মাতে জানাও গিয়া রাজার গোচর॥—খ।

(৬) নিকলিল।—খ।

চাতক পক্ষীএ জেন নিদাঘের শেষে।
বরিষণ পাইয়া যেন হইল উল্লাসে॥
কৃষ্ণ দেখি নরপতি বহুল আনন্দ।
নয়নের বাষ্প-জল বহএ সানন্দ॥
প্রণমিলা কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির নৃপতিক।
আলিঙ্গিল নরপতি প্রেমভাবে ধিক॥
কৃষ্ণকে প্রণাম কৈল বীর ধনঞ্জয়।
মাদ্রীপুত্রে প্রণমিল প্রেম অতিশয়॥
কৃষ্ণ কোলে করি রাজা গৃহে প্রবেশিল।
দেবী দ্রৌপদীএ কৃষ্ণচরণ বন্দিল॥
স্তুতি করিলেক দেবী বহুল প্রকারে।
বসিলেন্ত কৃষ্ণ তবে আনন্দ নির্ভরে॥
তবে রাজা যুধিষ্ঠিরে জিজ্ঞাসে যুকুতি।
তুহ্মি পরে পাণ্ডবের আন নাহি গতি॥
গোত্রবধ পাপে মুঞি ভীত সর্ব্বক্ষণ।
অশ্বমেধযজ্ঞ মুনি বোলে এ কারণ॥
ব্যাপহ বোলন্ত ভীমসেন মহাবল।
কি করিনু বোল কৃষ্ণ হইলু তরল॥
তোহ্মার প্রসাদে জ্ঞাতি বধের আপদে।
উপায় বোলহ এবে লভিতে সাপদে॥
রাজার বচন শুনি কৃষ্ণ মহামতি।
ভীমক অক্ষোভ বলি উতঙ্ক ভারতী॥ ?
এ যজ্ঞ করিতে কেবা পারে ক্ষিতিতলে।
ঘোড়া রাখি ভ্রমিবেক বোল কার বলে॥
কুরুক্ষেত্রে যত বীর রণে ত পড়িল।
তা সভার পুত্র পৌত্র বড় উপজিল॥
এক এক বীর সব ইন্দ্র সমশর।
এ সব জিনিব বোল কোন ধনুর্দ্ধর॥
বহু বিঘ্ন হয় যজ্ঞ কেহ্নে কর আশা।
বিনি মন্ত্রণায় জেন খেলাইলা পাসা॥
মন্ত্রণা না করি জেন বীর ধনঞ্জয়।
জয়দ্রথবধে জেন পাইলা সংশয়॥
সুমন্ত্রী সহিতে রাজা করহ মন্ত্রণা।
কুমন্ত্রীর মন্ত্রণাএ পাইবা যন্ত্রণা॥
স্থূলোদর যে জন যে জন নারীজিত।
বহুভক্ষকের যুক্তি নহে সমুচিত॥
বহুভক্ষ ভীমসেন হয় স্থূলোদর।
হিড়িম্বা রাক্ষসী ভার্য্যা তান সহচর॥
হেন ভীমসেনের বচনে নরপতি।
অশক্য কর্ম্মেত তুহ্মি বিভ্রম হৈলা মতি॥
কৃষ্ণের বচনে ভীম রুষিয়া বলিল।
মোকে মন্দ বোল কৃষ্ণ নিজ না দেখিল॥
তোহ্মার উদরে কৃষ্ণ বৈসে ত্রিভুবন।
আহ্মার উদরে কত ওদন ব্যঞ্জন॥
তুমি স্থূলোদর নহে আহ্মি স্থূলোদর।
বিমর্শিয়া চাহ কৃষ্ণ দেব দামোদর॥
সংসার উপাড়িয়া সৃষ্টি খাইবা তুহ্মি।
তোহ্মা হোতে বহুভক্ষ হইলু কি আমি॥
ভাল্লুক-কুমারী তোহ্মার ঘরে জাম্ববতী।
তা হোতে অধিক নিকি হিড়িম্বা যুবতী॥
নিজ নারী সত্যভামা প্রিয় করিবার।
রণেত জিনিল জ্যেষ্ঠ ভাই আপনার॥
ক্ষিতিত আনিল তুহ্মি পুষ্প পারিজাত।
দেবগণে পাইল বহুল উতপাত॥
তুহ্মি নারীজিত নহে আহ্মি নারীজিত।
আপনা না চাহি মোকে বোল বিপরীত॥
ভীমের বচনে কৃষ্ণ বহু সানন্দিল।
ভাল ভাল বলি ভীম উঠি আলিঙ্গিল॥[১]

(১) তোর বল বুদ্ধি প্রতিজ্ঞা বুঝিবার।
সূর্য্যক্ষেত্রে দেখ আপনে আপনার॥—খ।

তোহোর ব্যাপহ বুদ্ধি সব বুঝিবার।
তে কারণে বলিলাম বাক্য অধিকার॥
ভীমকে বলিয়া পুনি রাজাক বোলন্ত।
অল্পকার্য্য হেতু কেহ্নে চিন্ত মতিমন্ত॥
অনায়াসে যজ্ঞ তুহ্মি পারিবা করিতে।
রাজ্য এড়ি কেহ্নে চিন্ত বনবাসে যাইতে॥
ভীমার্জ্জুন সহদেব নকুল কুমার।
বৃষকেতু মেঘবর্ণ সহায় যাহার॥
আহ্মি সনে যদুসৈন্য তোহ্মার সকল।
তার কোন অসাধ্য আছএ ধরাতল॥
গোত্রবধ পাতকেরে কেনে বাস ভয়।
সকল পাতক দেও আহ্মার হস্তয়॥
সর্ব্ব পাপ নাশিবাম নাহিক সন্দেহ।
স্বর্গে লইয়া যাইমু তোর এই নিজ দেহ॥
কৃষ্ণের বচনে তবে বলে বৃকোদর।
ভাল বাক্য না বুলিল দেব দামোদর॥
তোহ্মার হস্তেত দিলে হয় লক্ষ গুণ।
পাপ দিলে পাপ বাড়িবেক শুনি পুন॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ করি পুণ্য সমর্পিব।
এক গুণ পুণ্য দিলে লক্ষ গুণ হইব॥
তুহ্মি রাজা রাখিয়া থাকহ এহি স্থল।
ঘোড়া আনি দিবাম আপনা বাহুবল॥
ভীমে যদি এহেন বচন বুলিল।
সাধু সাধু বলি কৃষ্ণ ভীম প্রশংসিল॥
এহি যুক্তি সার করি রাজা যুধিষ্ঠির।
কৃষ্ণ সমে ভোজন করএ প্রচুর॥
শয়ন করিল রাজা আনন্দ বিশাল।
অর্জ্জুনের ঘরে কৃষ্ণ গেল হেন কাল॥
অর্জ্জুনের প্রতি তান বহু অনুরাগ।
এক কলেবর দেখ ভিন্ন দুই ভাগ॥

কতক্ষণ ইষ্টালাপ করি মহামতি।
শয়ন করিল তথা যদুবংশপতি॥
রাত্রি অবশেষে পুনি একত্রে মিলিল।
প্রাতক্রিয়া করিয়া যে সভাতে মিলিল॥[১]
তবে ভীম মেঘবর্ণ বৃষকেতু সঙ্গে।
হাতে ধনু অস্ত্র লইয়া চলে মনোরঙ্গে॥
কুন্তী মাতু প্রণামিয়া বন্দিল নৃপতি।
পরম ভকতি কৈল কৃষ্ণেরে প্রণতি॥
অর্জ্জুনক আলিঙ্গিয়া বলিলা বচন।
কৃষ্ণ সমে তুহ্মি কর রাজার রক্ষণ॥
ব্রাহ্মণের রক্ষা কর পাল প্রজালোক।
মোর তরে ভাই কিছু না ভাবিয় শোক॥
অনায়াসে যৌবনাশ্ব জিনিয়া সমরে।
অবিলম্বে ঘোড়া লইয়া আইলু প্রায় ঘরে॥
যাহার মনএ সদাএ বৈসে হৃষীকেশ।
তাহার আপদ ভাই নাহি কোন লেশ॥
কৃষ্ণ মুই মনে ধরি জিনিমু সমর।
প্রায় লইয়া আইলু ঘোড়া তোহ্মার গোচর॥
এ বুলিয়া ভীমসেন সত্বরে চলিল।
হাতে গদা ধনুর্ব্বাণ তুণীর গ্রহিল॥
আগে বৃষকেতু মেঘবর্ণ পাছে তান।
পবন গমন যেন ইন্দ্র শোভামান॥
তিন মহাশয় মহাবেগে চলি যান্ত।
কতদিনে ভদ্রাবতী নগরে মিলন্ত॥
নগর নিকটে দেখে পর্ব্বতশিখর।
পুরি খান আলোক করন্ত বৃকোদর॥
দিব্য পুরী বহুল নগর সারি সারি।
নদনদী বহুতর গণিতে না পারি॥

---

(১) দিনকীর্ত্তি নিবর্হিয়া একত্র বসিল।—খ।

বহু বন উপবন বহু তরু লতা।
উচ্চ প্রাচীর সব পর্ব্বত সমতা॥
হৃষ্ট পুষ্ট বন পশু সব সুললিত।
মহারাজা[1] যৌবনাশ নৃপতি-পালিত[2]॥
সর্ব্বভোগ অলঙ্কৃত নগর দেখিয়া।
প্রশংসিলা ভীমসেন মাথে ধূলি লৈয়া॥
তুহ্মি দুই পাছে পাছে আইস সঙ্গে চলি।
সমরে মারিমু মুই যত মহাবলী॥
এহি সমবায় করি ভীম রহিলেন্ত।
হেনকালে আকাশেত ধূলি দেখিলেন্ত॥
মহামেঘ হেন ধূলি আকাশ যুড়িল।
এহি ঘোড়া আইসে হেন ভীমে অনুমিল॥
মহাধ্বজ পতাকা দেখিল বহুতর।
রথ ধ্বজ গজ বাজি পতাকা বিস্তর॥
প্রলয় জলধি নাদ অতি বহুমান।
দেখিলেক ভীমসেন সৈন্যের উত্থান॥
দশ অক্ষৌহিণী সঙ্গে রাজা যৌবনাশ।
সরোবরে আইসে ঘোড়া লইয়া মহেষ্বাস॥
সঙ্গে রক্ষী ধবল বহুল অশ্বগণ।
কত বা শ্যামলবর্ণ ঘোড়া সুলক্ষণ॥[4]
জেহেন কহিল চিহ্ন মহামুনি ব্যাস।
তেন রূপ দেখি ভীমসেনের বাড়ে আশ[5]॥
বৃষকেতু সম্বোধিয়া বোলে বৃকোদর।
দেখ দেখ ঘোড়া এহি আইসে সরোবর॥
যার হেতু আহ্মি[6] সবে করি পরবাস[7]।
যার উপদেশ দিল[8] মহামুনি ব্যাস॥
জেহেন ময়ূর-গতি সুন্দর লাবণ্য।
সে সকল ঘোড়া দেখ রণে অগ্রগণ্য॥৯
বিনি ঘোড়া না লইয়া না যাইমু দেশ।
করিলু প্রতিজ্ঞা আহ্মি জানহ বিশেষ॥৯
এহি কথা কহিতে যে বৃষকেতু স্থানে।
মেঘবর্ণ পৌত্র ভীম দেখে বিদ্যমানে॥
আকাশ সমান বাড়াই মেঘবর্ণের তনু।
গুণ চড়াইয়া[10] টানে কর্ণ সম ধনু॥
তাহার লক্ষণ দেখি বোলে ভীমসেন।
কিবা চিন্ত মনে তুহ্মি আচরিয়া কেন॥১১
পিতামহ বাক্য শুনি মেঘবর্ণে বোলে।
মায়াবলে যাইব আহ্মি[12] আকাশের কোলে॥
সৃজিয়া রাক্ষসী মায়া করি অন্ধকার।
ঘোড়া ধরি আনি দিমু বিদিতে তোহ্মার॥
এ বুলিয়া মেঘবর্ণে করি অহঙ্কার।
নিমেষে গগন পরে করিলেক ভার॥

---

(১) 'মহাবীর'—খ।

(২) ইহার পর খ-চিহ্নিত পুথিতে অতিরিক্ত আছে, "নগরে বাহিরে দেখে উত্তম সরোবর।
বহুল বিলাস সাগর সমসর॥
সরোবর দেখি ভীম কহিলা বচন।
শুন শুন বৃষকেতু কর্ণের নন্দন॥
সরোবর দেখ অতি নিরমল জল।
এথা জলক্রীড়া করে তুরঙ্গ সকল॥
যৌবনাশ্বে রাখে ঘোড়া পুরির ভিতর।
কৃপণের ধন জেন প্রাণ সমসর॥
যাবৎ জীবন থাকে তার কলেবর।
না দিবেক ঘোড়া এহি বিনেত্ত সমর॥
জল খাইতে ঘোড়া যদি আইল সরোবর।
বলিয়া আনিব ঘোড়া আনিব সত্বর।"

(৩) 'রক্ষক'—খ।

(৪) খ পুথিতে এই শ্লোক ও তৎপূর্ব্বের শ্লোক নাই

(৫) 'ঘোড়া পুরিলেক আশ।'—খ।

(৬) 'তুহ্মি'—খ। (৭) 'করিলা প্রবাস।'—খ।

(৮) 'উদ্দেশ কইল'—খ।

(৯) এই শ্লোক খ—পুথিতে নাই।

(১০) 'টঙ্কারিয়া' —খ।

(১১) 'চিন্তহ মনের বল কি করিব বল'—খ।

(১২) 'জা মুই'—খ।

মহামেঘ হেন শব্দ করে সিংহনাদ।
নির্ঘাত শব্দ শুনি হয় অবসাদ॥
ঘন ঘন বিজুলি চমকে ভয়ঙ্কর।
প্রতিকূল বায়ু হইল শব্দ বহুতর॥
আকাশেত না সঞ্চরে দেবের বিমান।
দেবাসুর সব হইল ভয়ে কম্পমান॥
খেচরে ইন্দ্রের ঠাঁই কহিল সত্বর।
কোন দৈত্য আইসে দেখ অমরা নগর।
গ্রাসিব সকল দেব হয় সাবধান।
সৃষ্টিনাশ করিবেক নাহিক কল্যাণ॥১৩
ক্রোধ হইয়া ইন্দ্রে বজ্র হাতে তুলি ধরে।
দূত সম্বোধিয়া ইন্দ্র বোলে উচ্চস্বরে॥
কি নাম এহার আইসে কিসের কারণ।
শীঘ্র পুছ যবে তার না হয় নিধন॥
ইন্দ্রের বচনে দূত দূরেত থাকিয়া।
মেঘবর্ণ কুমারেত বোলন্ত ডাকিয়া॥১৪
তুহ্মি কোন বীর হয় দেয় পরিচয়।
তোহ্মা দেখি দেবগণে বড় পাএ ভয়॥
কিবা হেতু আইলা তুহ্মি লঙ্ঘিয়া আকাশ।
সত্বরে কহত পুছে ইন্দ্র মহেষ্বাস॥১৫
মেঘবর্ণে বোলে মুই হও নিশাচর।
ভীমসেন-পৌত্র ঘটোৎকচের কোঁয়র॥
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির যজ্ঞ করিবার।
তিন বীর চলি[১৬] আইল আদেশে রাজার॥
যৌবনাশ্ব রাজার যে ঘোড়া হরি নিতে।
আকাশে উঠিল আহ্মি মায়া আচরিতে॥[১৭]

নির্ভয় থাউকেন দেব চিন্তা পরিহরি।
কৌতুক চাহউক সবে বিমানেত চড়ি॥
হেন বাক্য মেঘবর্ণে যবেত বলিল।
নির্ভয় দেবতাগণ আসিয়া মিলিল॥
ইন্দ্র আদি দেবে আইলা কৌতুক চাহিতে।
স্বর্গ হোতে মেঘবর্ণ নামে আচম্বিতে॥
মায়া করি ঘোড়ার নিকটে গেল বীর।
তিমিরে গ্রাসিল কেহ না দেখে শরীর॥
বহুবেগে বায়ু যেন হএল অতুলিত।
গজ বাজি উড়াইয়া পাড়িল ভূমিত॥
মহাধ্বনি উঠিলেক সৈন্য কোলাহল।
পবনের বেগে সব করিল তরল॥
শিলাবৃষ্টি করি মেঘবর্ণ মহাবীর।
সিংহনাদ করিলেক গহন গম্ভীর॥
এহিরূপে সৈন্য জিনি ঘোড়া লইয়া যাএ।
দূরে থাকি নরপতি যৌবনাশ্বে চাএ॥
কাল মেঘ সমতুল অঙ্গের কুণ্ডলী।
কিরীটি কুণ্ডল শোভে বীর মহাবলী।
পৃষ্ঠে ঘোড়া লইয়া যায় সত্বর গমনে।
পুষ্পবৃষ্টি দেবগণে করে ঘন ঘনে॥
কে লহ ডাক ছাড়ে নৃপ সৈন্যগণ।
কাট কাট মার মার বোলে সর্ব্বজন॥
মেঘবর্ণ প্রতি দেবগণে করে স্তুতি।
ঘোড়া লইয়া মেঘবর্ণ চলে শীঘ্রগতি॥
যৌবনাশ্ব রাজা হেরি থাকি আলোকেন্ত।
হংসরূপী ঘোড়া তান রাক্ষসে হরন্ত॥
প্রাণ তুল্য ঘোড়া লইয়া যায় নিশাচর।
ক্রোধে নরপতি সাজে যুদ্ধের অন্তর॥১৮

(১৩) এই শ্লোক ও ইহার উপরোক্ত ৬ শ্লোক খ-পুথিতে নাই। (১৪) 'জিজ্ঞাসিল গিয়া'—খ। (১৫) এই শ্লোক ও পুর্ব্ববর্ত্তী শ্লোক খ-পুথিতে নাই। (১৬) 'ভদ্রাবতী পুরী'—খ। (১৭) 'বিরচিতে।'—খ।

(১৮) এই শ্লোক ও পুর্ব্ববর্ত্তী ৩শ্লোক খ-পুথিতে নাই।

কালান্তক নামে এক মুখ্য সেনাপতি।
যুদ্ধ হেতু সাজিয়া চলিল শীঘ্রগতি॥
চারি সহস্র রথ ভিড়ন যাহার।
ক্রোধের অনলে সৈন্য করএ সংহার॥
তাকে সন্নিধান করে ক্রোধে নরপতি।
ধর ধর ঘোড়াচোর চল শীঘ্রগতি॥
রাজার আদেশে চলে কালান্তক সেনা।
অহঙ্কার করিয়া রোষন্ত সর্ব্বজনা॥
সিংহনাদ করি সৈন্য যায় যুঝিবারে।
মেঘবর্ণে তাহাক না গণে অহঙ্কারে॥
অস্ত্র বৃষ্টি করে সৈন্য রাক্ষস উপর।
শূল অসিপত্র আর মুষল মুদ্গর॥
বহু অস্ত্র বৃষ্টি করে বেড়ি চারি ধার।
ক্রোধ করি মেঘবর্ণে উঠে যুঝিবার॥
সর্প সৈন্য জেহেন গরুড়ে বিদংশিল।
এক মেঘবর্ণে সব সৈন্য বিলোড়িল॥
করতল[১৯] প্রহারে কাহার নৈল প্রাণ।
চরণ প্রহারে কত সৈন্যের নির্ঝাণ[২০]॥
উরুবেগে বায়ু করি মারে কত বীর।
ভাঙ্গিল রাজার সৈন্য রণে নহে স্থির॥
পর্ব্বতের মহাশিলা উপাড়ি তখন।
মারিলেক মেঘবর্ণে রাজসৈন্যগণ॥
কালান্তক সেনা জিনি প্রমোদ নির্ভরে।
ঘোড়া লইয়া আইল ভীমসেনের গোচরে॥
ঘোড়া পাশে থুয়া তাকে করিল প্রণাম।
মেঘবর্ণে বলিলেন্ত নিজ মনস্কাম॥
তোহ্মার প্রসাদে[২১] পিতামহ মহাশয়।
ঘোড়া হরি আনি দিলু দেখহ নিশ্চয়॥

যার হেতু রাজসৈন্য পাইল নির্ঝাণ।
যার হেতু আহ্মি সব আইল এহি স্থান॥
হেন ঘোড়া রক্ষা করি থাক মহাশয়।
মোকে বলি আইসে দেখ সৈন্য সমুচ্চয়॥
তা সভার রণসাধ খণ্ডাইবার তরে।
এহি জাম পিতামহ রণের ভিতরে॥
এ বুলিয়া মেঘবর্ণ যাএ ত্বরমান।
পদভরে বসুমতী হএ কম্পমান॥
সে সৈন্যসাগরে প্রবেশিল মহাবল।
অতিক্রোধে শোষে যেন বাড়ব আনল॥
নৃপতির মহা সৈন্য বেড়ি চারি পাশে।
শর বরিষণে কিছু না দেখি প্রকাশে॥
বাদী প্রতিবাদী বাণে গগন পুরিল।
এত দেখি বৃষকেতু সমরে রুষিল॥
ভীমক প্রণামিয়া যাএ হাতে ধনুশর।
ত্রিপুরা-মথনে জেন সাজে মহেশ্বর॥
সিংহনাদ করে বীর কর্ণের নন্দন।
উচ্চস্বর করি সবে কহিলা[২২] বচন॥
নিবর্ত্ত নিবর্ত্ত আরে রাজসৈন্যগণ।
মুঞিঁ প্রতিদ্বন্দ্বী বীর কর আলোকন॥
অকারণে না মরিয় চল নিজ ঘর।
পুত্র পরিবার চাহ এড়হ সমর॥
মুই কালান্তক তুল বীর হেন জান।
নিবর্ত্তিয়া জাও সৈন্য রাখহ পরাণ॥
যমের অতিথি ব্যর্থ না হয় তুহ্মি সব।
রণ এড়ি চলি জাও এড়হ গরব॥
এ বুলিয়া করে বীর ধনুক টঙ্কার।
অকাল জলধি যেন করএ হুঙ্কার॥

(১৯) 'হস্তের'—খ।
(২০) 'নিধন'—খ। (২১) 'আদেশে'—খ।
(২২) 'বলল'—খ।

তার দর্পবাক্য শুনি নৃপতির সৈন্য।
ভয়ে কেহ রণেত না হএ অগ্রগণ্য।
স্নিগ্ধ মূর্ত্তি জেহেন উদিত দিবাকর।
কালদণ্ডধর তুল মহা ধনুর্দ্ধর॥
না চিহ্নি কাহার পুত্র কি নাম তাহার।
কোন দেশে বৈসে নাহি জানি ব্যবহার॥
আহ্মি সব না গণিয়া করএ সন্ধান[২৩]।
শিশুরূপে যম জেন আইসে বিদ্যমান॥
মহা মহাবীর সব সাহস করিয়া।
ক্ষেত্রি-ধর্ম্ম জানি তবে বেড়িলেন্ত গিয়া॥
রথ গজ ধ্বজ অশ্ব পড়ে বহুতরে।
বেঢ়িয়া কুমারে চারি পাশে অস্ত্র করে॥
শূল অসি পট্টিশ আর মুষল মুদ্গর।
ত্রিকণ্ঠ ভূষণ্ডী আর অর্দ্ধচন্দ্র শর॥
বৎসদণ্ড ভিন্দি অর্দ্ধচন্দ্র করি গলে।
সর্ব্ব সৈন্যে বরিসন্ত বাণ ভিন্দিপালে॥
নাহি দিশ বিদিশ নাহিক ধরাতল।
কুমার পড়িল হেন সৈন্য কুতূহল॥
প্রভাতের সূর্য্য জেন নীহারে ঢাকিল।
বৃষকেতু বীরে রাজা বাণে আচ্ছাদিল॥
দেখি বহু বাণবৃষ্টি কর্ণের নন্দন।
মহাক্রোধে হইলা যেন হুত হুতাশন॥
ধনুতে চড়াইয়া গুণ ছাড়ে সিংহনাদ।
রণেত রুষিল তবে নাহি অবসাদ॥
আকর্ণ পূরিয়া বীর করিল সন্ধান।
কাটিয়া বিপক্ষগণে কৈল খান খান॥
লক্ষ লক্ষ বাণ এড়ে কুমার প্রচণ্ড।
সিংহে যেন ক্ষেপএ বিদারি গজগণ্ড॥২৪
সহিয়া[২৫] শরের রণ বাণের দাহনে।
গজবাজী সৈন্য কাটে কর্ণের নন্দনে॥
ভূষুণ্ড কাটিয়া পাড়ে বিদারিয়া গণ্ড।
মুহূর্ত্তেকে ধনু কাটি কৈল খণ্ড খণ্ড॥
নিমেষেকে হস্তিযূথ করিল সংহার।
অশ্বমুণ্ড সমে কাটি পাড়ে অশ্ববার॥
তিল পরিমাণ করি কাটি পাড়ে রথ।
বড় বড় রথী সংহারিল মহাসত্ত্ব॥
কাহার হৃদয় কাটে কারো কাটে হাত।
কার পদ কাটি গেল কার কাটে মাথ॥
সর্পসৈন্য জেহেন গরুড়ে বিদংশিল।
এক বৃষকেতু রাজসৈন্য সংহারিল॥
ভাঙ্গিল নৃপতি সৈন্য না রহিল আর।
ক্ষেত্রি-ধর্ম্ম ছাড়ি যাএ ঘরে আপনার॥
যম তুল হেন তাকে মানিলা সকল।
চারি পাশে ধাএ সৈন্য হইআ বিকল॥
যৌবনাশ্ব নরপতি আপনে ডাকন্ত।
চারিদিগে ভাঙ্গি যাএ সৈন্য নিবর্ত্তন্ত॥২৬
সৈন্যের দুর্গতি দেখি রাজা যৌবনাশ্ব।
আপনে রুষিল রণ করিবার আশ॥
সাজিল বহুল সৈন্য যোধ সেনাপতি।
যুবরাজ সুবেগ সাজিল মহামতি॥
যৌবনাশ্ব নৃপতির নন্দন মহাবীর।
রুষিল সুবেগ রণে অক্ষোভ শরীর॥
মহাসৈন্য সঙ্গে রাজা যাএ ক্রোধমনে।
আপনে আইসএ রাজা যুঝিবার মনে॥
একেশ্বর যুদ্ধ করে কর্ণের নন্দনে।
রথবেগে রথরথী ক্ষিতি কম্পমানে॥

(২৩) 'অবজ্ঞান'—খ।
(২৪) নিদাঘ কিরণে জেন পোড়য়ে মার্ত্তণ্ড—খ।
(২৫) 'দহিয়া'—খ।
(২৬) 'তথাপিহ ভাঙ্গে সৈন্য নিবর্ত্ত নাহন্ত।'-খ।

মহা মহা গজকুম্ভ বিদারিল রণে ।
শতে শতে বীর কাটে একেক সন্ধানে ॥
করজ সহিতে ধনু কাটি পাড়ে ক্রোধি ।
মহা মহা রথী কাটে তেজি উপায়ধি ॥
শোণিতে বহএ নদী মাংসে হইল পঙ্ক ।
আনন্দে সঞ্চরে তথা শিবা গৃধ্র কঙ্ক ॥
বহুরথী মারিলেক[১] বীর মহাশয় ।
ইতস্ততঃ রণভূমি সঞ্চরে নির্ভয় ॥
রণে যেন নৃত্য করে ভ্রমএ চারি পাশ ।
সতত কাটএ সৈন্য নাহি অবকাশ ॥
সৈন্য সংহারিয়া বীর নিজ অহঙ্কারে ।
নৃপতি সমুখে জাএ সমর মাঝারে[২] ॥
মহা মত্ত গজ সব রাজার নিকট ।
তীক্ষ্ণবাণে কাটি তাক পাড়িল প্রকট[৩] ॥
রাজার সমুখে সব সৈন্য বিদারিল ।
অপমানে নরপতি রণেত রুষিল ॥
সৈন্যের দুর্গতি দেখি রাজা যৌবনাশ ।
ধনুতে চড়াইল গুণ সমরের আশ ॥
আকর্ণ পুরিয়া বীরে ধনু টঙ্কারিল ।
উচ্চস্বর করি বৃষকেতুকে বলিল ॥
অতি শিশু দেখি তোকে বীর অবতার ।
মোকে পরিচয় দেয় শিশু আপনার ॥
কিসকে হরিল ঘোড়া কারণ কি তার ।
কি নিমিত্তে কর মোর সৈন্যের সংহার ॥
অবিলম্বে যাইবা তুহ্মি যমের দুয়ার ।
মোহর গোচরে আইলা নাহিক নিস্তার ॥
পদরথে রণ কর না হএ উচিত ।
মুই এক রথ দেম দেখহ বিদিত ॥
এহি রথে চড়ি যুদ্ধ কর মনোরমে ।
অবিলম্বে অতিথ করিব তোরে যমে ॥[৫]
আর কোন দুই বীর তোহ্মার সংহতি ।
পরিচয় দেয় শিশু ভয় নাই অতি[৬] ॥
রাজার বচন শুনি হাসএ কুমার ।
পরিচয় শুন এবে নৃপতি আহ্মার ॥
জাহার উদয়ে হএ তিমির বিনাশ ।
জাহার তেজে দশদিগ্ হএ পরকাশ ॥
মোর পিতামহ জান সেই দিবাকর ।
তার পুত্র উপজিল কর্ণ ধনুর্দ্ধর ॥
ত্রিভুবন বিখ্যাত যে দাতা অগ্রগণী ।
যার তেজে দুর্য্যোধন ভুঞ্জিলা মেদিনী ॥
তান পুত্র বৃষকেতু হেন জান মোক ।
কটাক্ষেহ নরপতি না গণম তোক ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতির সোদর কনিষ্ঠ ।
ভীমসেন নাম এহি দেখহ বলিষ্ঠ ॥
মেঘবর্ণ নাম এহি পৌত্র হএ তান ।
যার বাণে নরপতি হইল নির্ব্বাণ ॥
যুধিষ্ঠির নৃপতিএ যজ্ঞ করিবার ।
তিন বীর চলি আইলু নিদেশে রাজার ॥
তুহ্মি দিলে রথ আহ্মি কিসকে গ্রহিব ।
পদরথী হইয়া মহারথী সংহারিব ॥
বৃষকেতু বচনে বোলএ যৌবনাশ ।
তোর বাপ কর্ণ জানো দুর্য্যোধনের দাস[৭] ॥
তুহ্মি ধন্য আপনার পিতৃপাশ পাইলা ।
মরিবারে ভীম সঙ্গে মোর রাজ্যে আইলা ॥
তোর শক্তি নাহি মোর ঘোড়া নিতে হরি ।
যত সৈন্য সংহারিলে অহঙ্কার করি ॥

(১) 'পড়িলেক'—খ। (২) 'যুঝিবারে'—খ। (৩) 'ষতেক কটক'—খ।

(৫) অবিলম্বে অতি সুখে নিব তোরে যমে।—খ। (৬) 'মতি'—খ। (৭) 'বন্ধু'—খ।

সে সব তর্পিব আজু তোহ্মার শোণিতে।
কিন্তু তোকে দেখি শিশু দয়া লাগে চিত্তে॥
বহু বীর সমরে মোর করিলে সংহার।
একে তুঞ্ঝিঁ ডিম্ব শিশু কলেবর আর॥
একে তোকে প্রথমে প্রহার করিবারে।
যুক্ত না হএ শিশু জানহ আহ্মারে॥
প্রথম প্রহার কর কর্ণের নন্দন।
পাছে তোকে একেবারে করিমু নিধন॥
যৌবনাশ্ব নৃপতির বচন শুনিয়া।
অহঙ্কারে বৃষকেতু বোলএ হাসিয়া॥
তুহ্মি অতি বৃদ্ধ হইলা জরাএ পীড়িত।
এক বাণ ঘাএ যাইবা যমের পুরীত॥
তোহ্মার সমর আজু বুঝি নরপতি।
প্রথম করহ অস্ত্র যতেক শকতি॥
বিশেষে তোহ্মার ঘোড়া হরিল প্রথম।
সৈন্য তোর সংহারিলু দেখাইব যম॥
অপবাদী হই তবে বুঝহ বিচার।
প্রথম করিতে অস্ত্র জুয়াএ তোহ্মার[১]॥
বৃষকেতু বচনে রুষিল নরপতি।
প্রথমে করিল অস্ত্র যতেক শকতি[২]॥
ক্ষুর সম দশ বাণ জুড়িল ধনুকে।
বৃষকেতু বাণে বাণ কাটএ কৌতুকে॥
অর্দ্ধ পথে নৃপতির কাটে দশ বাণ।
তিন শর মারিলেক হৃদয় তাহান॥
নৃপতি ভেদিয়া বাণ পড়ে ভূমিতলে॥
হাসে বৃষকেতু রণে রভস বিকলে॥[৩]

অর্দ্ধচন্দ্র বাণ এড়ে অনল আকার[৪]।
গুণ সমে ধনু কাটি পাড়িল রাজার॥
কাটিল ধবল ছত্র চামর ব্যজন।
সারথি কাটিয়া কাটে ধ্বজ ততক্ষণ॥
সিংহনাদ করি বীর করে উপহাস।
রণেত রুষিল তবে রাজা যৌবনাশ॥
আর ধনু হাতে লইআ করিল সন্ধান।
কাটিআ বিপক্ষ বাণ কৈল খান খান॥
বৃষকেতু হৃদয়ে হানিল ষষ্টি বাণ।
না কম্পিল বৃষকেতু সমর[৫] সন্ধান॥
সহিয়া সে ঘাও তবে কর্ণের সন্ততি।
আর বাণ এড়িলেক অতি শীঘ্রগতি॥
চারি ঘোড়া নৃপতির কাটিয়া পাড়িল।
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ বাণ তার হৃদয় গাড়িল॥
সারথির মাথা কাটি পাড়এ ভূমিত।
রথ খণ্ড খণ্ড কৈল সৈন্য সমুদিত॥[৬]
নৃপতি পড়িল হেন বোলে সর্ব্বজন।
সিংহনাদ করে বীর কর্ণের নন্দন॥
যৌবনাশ্ব নরপতি লজ্জাএ বিকল।
ত্বরমাণে আর রথে চড়ে মহাবল[৭]॥
লজ্জাএ দ্বিগুণ কোপ বাড়িল তাহান।
ধনুর্ব্বাণ-হস্তে যেন অগ্নির সমান[৮]॥
প্রাণ নিরুপেক্ষি যুদ্ধ করে নরপতি।
লক্ষে লক্ষে বাণ এড়ে অতি শীঘ্রগতি॥
গুণ তূণ না চাহন্ত না চাহন্ত ধনু।
ঘন ঘন বাণে বিন্ধে বৃষকেতু-তনু॥

(১) 'আহ্মারে'—খ।
(২) আকর্ণ পুরিয়া বাণ এড়ে শীঘ্রগতি।—খ।
(৩) 'হাসে বৃষকেতু বীর অতি মহাবল।'—খ।
(৪) 'যম অবতার'—খ। (৫) 'বিষম'—খ।
(৬) খণ্ড খণ্ড কৈল সৈন্য যার চারিভিত।—খ।
(৭) 'হইল অভিমান।'—খ। (৮) 'দিব্যমান'—খ।

নৃপতির বাণে সব হইল অন্ধকার।
আকাশেত না সঞ্চরে বিমান দেবতার ॥১
নগর বাহিরে দেখি দিব্য সরোবর।
বহুল তরঙ্গ উঠে জেহেন সাগর ॥
নিরমল জল তাত উৎপল বিভূষিত।
করে জলজন্তু সবে পক্ষীএ পূর্ণিত ॥
সরোবর দেখি ভীম বোলন্ত বচন।
শুন আরে বৃষকেতু কর্ণের নন্দন ॥
সরোবর দেখ অতি নিরমল জল।
তুরগের পদচিহ্ন দেখহ সকল ॥
মধ্যাহ্নে তুরগ সব আইসে এই স্থল।
যৌবনাশ্বে রাখে ঘোড়া পুরীর ভিতর ॥
কৃপণের ধন জেন প্রাণ সম সর।
যাবত থাকএ প্রাণ তার কলেবর ॥
না দিবেক ঘোড়া দড় অল্প সমরে।
প্রাণপণে রাখে ঘোড়া যৌবনাশ্ব বীরে ॥
এতেকে নগরে গিয়া নাহি প্রয়োজন।
অবিদিতে এথাতে থাকিব তিন জন ॥
জল খাইবারে ঘোড়া আইসে সরোবরে।
ধরিয়া আনিব আহ্মি গমন সত্বরে ॥
বাণে আচ্ছাদিল রাজা রবির কিরণ।
তবে রোষে বৃষকেতু কর্ণের নন্দন ॥
অগ্নিবাণ এড়িলেক মন্ত্রে আমন্ত্রিয়া।
নৃপতির বাণ সব পাড়িল দহিআ ॥
অগ্নিএ দহএ২ সব সৈন্য পাইল ত্রাস।
এড়িল বরুণ বাণ রাজা যৌবনাশ ॥
মহাবৃষ্টি হইল অগ্নি পাইল নির্ব্বান।
পবন অস্ত্র এড়ে বৃষকেতু বলবান্ ॥

এড়িল পবন অস্ত্র অতি মহাবল।
মেঘ ছিন্ন করি বায়ু উড়াইল সকল ॥
পবনের বেগে ভাঙ্গে বড় বড়৩ রথ।
সিংহনাদ করে বৃষকেতু মহাসত্ব ॥
আর রথে চড়ে রাজা অতি ত্বরমাণ।
এড়িল পর্ব্বত অস্ত্র বিষম সন্ধান ॥
পর্ব্বত নিবারে বায়ু করে শিলাবৃষ্টি।
অকাল জলধি যেন সংহারএ সৃষ্টি ॥
বহুতর শিলা পড়ে পড়ে পশুগণ।
বহুল৪ সম্ভ্রম পাইল কর্ণের নন্দন ॥
তাহান সম্ভ্রম দেখি বীর বৃকোদর।
হাতে গদা করি উঠে করিতে সমর ॥
ভীম রণে আইসে দেখি বৃষকেতু বীর।
লজ্জাএ বিকল হইল না চাহে শরীর ॥
ক্রোধে মুহূর্চ্ছিত বীর ছাড়ে সিংহনাদ।
এড়িলেক চক্রবাণ৫ না চিন্তি প্রমাদ ॥
বিষ্ণুচক্র সম তেজ সহস্রেক বীর।
খণ্ড খণ্ড করে গিরি করিল সংহার৬ ॥
চূর্ণীকৃত করিল পর্ব্বত অস্ত্র জরে।
যৌবনাশ্ব নৃপতিএ ভল্ল এড়ে তবে ॥
সে ভল্ল হৃদয় ভেদে কর্ণের নন্দন।
মুহূর্চ্ছিত হইল বীর হরিল চেতন ॥
ভূমিত পড়িল বীর দেখে সর্ব্ব লোক।
মহাবীর ভীমসেনে বড় পাইল শোক ॥
পররাজ্যে আইলু মুঞি শিশু সঙ্গে করি।
কি বুলিয়া প্রবোধিমু কুরু৭ অধিকারী ॥
কিরূপে যাইমু মুঞি কৃষ্ণের সাক্ষাৎ।
হাহাকরে ভীমসেন মাথে হানে হাত ॥

(১) 'আকাশে খেচর সবে নাহিক সঞ্চার।'—খ।
(২) 'পোড়এ'—খ।
(৩) 'নৃপতির'—খ। (৪) 'পরম'—খ।
(৫) 'মহা অস্ত্র'—খ।
(৬) 'পড়ে চারিধার'—খ। (৭) 'গুরু'—খ।

কি বোলে বুলিমু মুঞি অর্জ্জুনের পাশ।
অতি বলবন্ত দেখি রাজা যৌবনাশ॥
আজি রণে সংহারিমু রাজা যৌবনাশ।
যুবরাজ সুবেগ মারিমু মহেম্বাস॥
চিন্তাএ বিকল বীর রুষিল সমরে।
হাতে গদা করি ধাএ দেখে নৃপবরে॥
সে সৈন্যসাগর মাঝ ভীমে প্রবেশিল।
গদার প্রহারে বহু সৈন্য সংহারিল॥
রথ রথী চূর্ণ করি মারে অশ্ববার।
হস্তীর ভাঙ্গিল গণ্ড করিয়া বিদার॥
নিমেষেকে হস্তিযূথ সংহারিল ভীম।
যত বীর সংহারিল তার নাহি সীম॥
উরুবেগে উড়াইল মহা মত্ত গজ।
মহা মহা রথী সমে ভাঙ্গি পাড়ে ধ্বজ॥
এক গজ লৈয়া ভীম আর গজ মারে।
সহস্র পদাতি মারে এক এক প্রহারে[১]॥
কালদণ্ড হাতে যেন আইল শমন।
(মহাগদা লইয়া ভীমসেনে করে রণ॥)
ভীম দেখি ভঙ্গ দিল বড় বড় বীর।
আছউক করিব রণ হইতে নারে স্থির॥
কোটি কোটি শতে সৈন্য ধাএ চারি ধার।
ভাঙ্গিল নৃপতি সৈন্য না নিবর্ত্তে আর॥
শোণিতে বহএ নদী অতিবেগ গতি।
স্রোতে ভাসি লইয়া যায় বড় বড় রথী॥
শোণিতেত ভাসে ধ্বজ ছত্র বহুতর।
নৃপসৈন্য পরাজিল এক বৃকোদর॥
ভীমসেন সৈন্য বিধ্বংসিল দেখি রণে।
যুবরাজ সুবেগ রুষিল ততক্ষণে॥

উচ্চস্বরে ডাকি বোলে সুবেগ সুমতি।
শুনরে পাণ্ডব ভীমসেন মহারথী॥
অল্প প্রাণী মারি কেন্হে কর অহঙ্কার।
এথনে পাঠাইমু তোহ্মা শমন দুয়ার॥
যৌবনাশ নৃপতির আহ্মি সে নন্দন।
সুবেগ মোহোর নাম বিখ্যাত ভুবন॥
মোর সনে রণ করি যাও যম ঘর।
এ বুলিয়া সুবেগ সে আইল সত্বর॥
রথে চড়ি বায়ুবেগে আইসে ত্বরমাণ।
ভীমকে মারিল গদা বজ্রের সমান॥
মাথাতে মারিল ঘাও অতি শীঘ্রগতি।
পুনি হৃদএত হানে যতেক শকতি॥
সহিয়া গদার ঘাও ভীম মহাবীর।
ক্ষণ মাত্র না নড়িল আছিল সুস্থির॥
ক্রুদ্ধ হইল ভীমসেন গদার প্রহারে।
মহাকোপে চলিল[২] সুবেগ মারিবারে॥
দুই হাতে ধরি গদা ভীমে প্রহারিল[৩]।
সারথি সহিতে রথ তাহান মারিল॥
দুই বীর বিরথী সে দুই গদা ধরে।
অন্যে অন্যে প্রহারন্ত দুই ধনুর্দ্ধরে॥
সব্য অপসব্য গতি মণ্ডলি করন্ত।
হৃত প্রহৃত করি ঘাও সম্বরন্ত॥
সহন্ত গদার ঘাও করন্ত প্রহার।
হুড়কা লাগিল যেন যমের দুয়ার॥
সুবেগের সনে ভীম মল্লযুদ্ধ করি।
গদা এড়ি সুবেগতে দুই হাতে ধরি॥
গগনে তুলিয়া শতবার ভ্রমাইয়া।
ভূমিতলে পাড়িলেক হুহুঙ্কার দিয়া॥

(১) 'সব তিলেকে সংহারে'—খ।

(২) 'আটোপ করিয়া আইল'—খ।
(৩) 'ভাঙ্গিল'—খ।

ক্ষণ মাত্র সুবেগ আছিল মুর্চ্ছিত ।
সংজ্ঞা পাইয়া দাণ্ডাইল ভীমের বিদিত ॥
দুই হাতে ধরি ভীম ভূমিত ক্ষেপিল ।
কথঞ্চিৎ ভীমসেন সুস্থির আছিল ॥
তবে ভীম মহাসত্ত্ব গজ এক ধরি ।
সুবেগ মারিতে ক্ষেপে তাহার উপরি ॥
সুবেগ ধরিল সেই গদা বাহুবলে ।
ভীমকে মারিতে ক্ষেপে রণ কুতূহলে ॥
দুহান পীড়নে গজ চূর্ণীকৃত হইল ।
পুনরপি দুই বীরে গদা যুদ্ধ কৈল ॥
অন্যে অন্যে দুই ঘাএ পড়ন্ত ভূমিত ।
পুনি উঠি যুদ্ধ করে লভিয়া সম্বিত ॥
হেন কালে বৃষকেতু চৈতন্য লভিল ।
মূর্চ্ছা এড়ি যৌবনাশ রাজাকে দেখিল ॥
হাতে ধনু করি বীর আকর্ণ পূরিআ ।
পঞ্চবাণ এড়িলেক হুহুঙ্কার দিয়া ॥
রাজার ভেদিয়া তনু বাণ গেল দূর ।
হাসে বৃষকেতু বীর রভস শরীর[১] ॥
সংজ্ঞাহীন হইল রাজা মূর্চ্ছিত শরীর ।
রথ হোতে পৃথিবীত পড়ে মহাবীর ॥
ভূমিত পড়িল রাজা সৈন্যে দিল ভঙ্গ ।
সারথি পলাইয়া গেল রথ লইয়া সঙ্গ[২] ॥
ত্বরমাণে বৃষকেতু আইলেন্ত পাশ ।
গাএর অঞ্চলে বিজে রাজা যৌবনাশ ॥
বৃষকেতু বোলে মুঞি কৃষ্ণ আরাধনে ।
যত পুণ্য করি আছম কায়বাক্যে মনে ॥
সেই পুণ্যে জিতা উঠউক রাজা যৌবনাশ ।
আর কে সমরে মোর পূরাইব আশ ॥

এ বোল বুলিতে রাজা পাইল চেতন ।
শুনিলেক যে বুলিল কর্ণের নন্দন ॥
যুদ্ধ এড়ি নরপতি আলিঙ্গিল তাক ।
বৃষকেতু বীরকে বলিল হেন বাক ॥
ধন্য ধন্য বীর তুহ্মি কর্ণের নন্দন ।
কৃষ্ণনাম স্মরি মোর রাখিল জীবন ॥
দাতার তনয় বীর দাতা মহাবল ।
জীবন দান কৈল মোর নিজ পুণ্যফল ॥
সতত সেবিলা তুহ্মি কৃষ্ণ জগদীশ ।
বঞ্চিত কৃষ্ণের সেবা আহ্মি অহর্নিশ ॥
রাজ্য মোর গ্রহণ করহ মহাবল ।
ধন জন যত ইতি তোহ্মার সকল ॥
ভীমসেনে দেখাও মোরে ধর্ম্ম সহোদর ।
তান সমে দেখম মুঞি দেব চক্রধর ॥
জনম সাফল্য করি কৃষ্ণ দরশনে ।
ভক্তি করিবাম গিয়া কৃষ্ণের চরণে ॥
কৃষ্ণের দ্বিতীয় তনু বীর ধনঞ্জয় ।
তাহাক দেখিয়া ধর্ম্ম পাইনু অতিশয় ॥
এ বুলিয়া যৌবনাশ্ব রাজা মহামতি ।
বৃষকেতু সমে গেল হইয়া পদরথী ॥
সুবেগ সহিতে যথা যুঝে বৃকোদর ।
তথা গিয়া তাক স্তুতি কৈল বহুতর ॥
পুত্রক নিবারি রাজা ভীম আলিঙ্গিয়া ।
ভীমসেন সঙ্গে রাজা তথাত রহিয়া ॥
প্রভাতে চালাইল সৈন্য সঙ্গে পরিবার[৩] ।
ভীম সঙ্গে চলে রাজা কৃষ্ণ দেখিবার ॥
প্রভাবতী নাম তান মহিষী সংহতি ।
কৃষ্ণ দেখিবার জাএ রাজা ধর্ম্মমতি ॥

(১) 'কম্পিল প্রচুর'—খ ।
(২) 'বহুল আতঙ্ক'—খ ।
(৩) 'সঙ্গে লৈয়া পুত্রদার'—খ ।

দৈবকী দেখিমু মুঞি কৃষ্ণের জননী।
তাকে প্রণমিব প্রভাবতী যশস্বিনী॥
যত প্রজা আছে মোর পুরীর ভিতর।
সকল চলিয়া আইস দেখি দামোদর॥
জনম সাফল্য হইব হইব স্বর্গবাস।
নররূপী কৃষ্ণ দেখি পুরিবাম আশ॥
বহু ধন মণি রত্ন বহু অশ্ব গজ।
কাঞ্চন গঠিত লইব বহু রথ ধ্বজ॥
কৃষ্ণ হেতু ধর্ম্ম হেতু বহু উপহার।
সঙ্গে করি চলে রাজা পুত্র পরিবার॥
যজ্ঞের ঘোটক লৈল বহুল আনন্দে।
যৌবনাশ্ব রাজা চলে পরম সানন্দে॥[১]
ভীমসেন মেঘবর্ণ বৃষকেতু সঙ্গে।
ভদ্রাবতীর লোক জাএ মনোরঙ্গে॥
বহু যোজনের পথ জুড়ি রাজসৈন্য।
কৃষ্ণ দেখিবারে জাএ এহি বড় ধন্য॥
পঞ্চ রাত্রি বঞ্চি পথে নগর নিকটে।
যদি গেল সেই রাজা সৈন্যের[২] প্রকটে॥
তবে ভীম বোলে যৌবনাশ্ব নৃপতিত।
আগে চলি যাইব আহ্মি আপনা পুরীত॥
রাজাক শুনাইমু গিয়া এহি বিবরণ।
এথা তোহ্মা পাশে থাউক কর্ণের নন্দন॥
এ বুলিয়া ভীমসেন সত্বর গমনে।
হস্তিনাপুরীত গেলা রাজা বিদ্যমানে॥
বসিছন্ত মহারাজা সভাঘর মাঝে।
পরিচর্য্যা করে সব সোদর সমাজে॥
রাজার সাক্ষাৎ বসিছন্ত মুনিগণ।
পাত্রমিত্র চারি পাশে করিছে শোভন॥

হেনকালে ভীমসেন অতি কুতূহলে।
নৃপতিক প্রণমিল পড়ি ভূমিতলে॥
মাথে হাত দিআ রাজা তাহাকে তোষন্ত।
কনিষ্ঠ সোদর তিনে তাহানে বন্দন্ত॥
আলিঙ্গিল ভীমসেন বীর ধনঞ্জয়।
মহাবীর নকুলেরে লইল কোলএ॥
তবে নৃপতিত বার্ত্তা কহে মহামতি।
কুশলে আইলু রাজা জিনি ভদ্রাবতী॥
যৌবনাশ্ব রাজা আইসে তোহ্মা দেখিবার।
সঙ্গে করি আইসে রাজা পুত্র পরিবার॥
যজ্ঞের ঘোটক আনে বহুবিধ ধন।
কৃষ্ণবন্দি বন্দিবেক তোহ্মার চরণ॥
যৌবনাশ্ব রাজা রাজপত্নী প্রভাবতী।
দ্রৌপদীক দেখিবারে আইসে মহামতি॥
ভীমের বচন শুনি আনন্দিত মন।
ভীমেরে বলিলা যাও আপনা ভবন॥
দ্রৌপদীক কহ গিয়া হৌক সাবধান।
প্রভাবতী সম্ভাসউক সানন্দিত মন॥
সম ব্যবহারে যেন ব্যবহারে তাক।
আগে গিয়া ভীমসেন কহ এহি বাক॥
রাজার বচনে ভীম গেলা অন্তঃপুরে।
দ্রৌপদী দেখএ ভীম আইসএ সত্বরে॥
আস্তেব্যস্তে দেবী নিজ আসন এড়িল।
ভীমকে আসন দিয়া কুশল পুছিল॥
ভীমে বোলে শুন দেবি রাজার আদেশ।
সাবধান হও গিয়া অঙ্গে কর বেশ॥
যৌবনাশ্ব রাজার যে পত্নী প্রভাবতী।
তোহ্মা দেখিবারে আইসে দেবী প্রভাবতী॥
সম ব্যবহারে তারে কর ব্যবহার।
কহিলু সম্বাদ জেন আদেশ রাজার॥

---

(১) 'বহুবিধ ছন্দে'—খ।
(২) 'রাজ্যের'—খ।

আর বার্ত্তা কহ দেবি কৃষ্ণ গেল ক'থা।
কি কারণে তাহ্নে মুঞিঁ না দেখম এথা॥
সময় আছিল পূর্ব্বে রাজাকে রাখিতে।
যাবত আইসম মুই তাবত থাকিতে॥
সময় লঙ্ঘিল মোর দৈবকীনন্দন।
গেলনি কি বোল দেবি আপন ভুবন॥
ভীমের বচন শুনি দ্রৌপদী বোলন্ত।
অসন্তোষ নহে কৃষ্ণ এথাতে আছন্ত॥
পাণ্ডবের প্রিয় কৃষ্ণ পাণ্ডব-বৎসল।
যিনি পাণ্ডবে ত তান নাহি কুতূহল॥
ওথা অর্জ্জুনের পুরে কৃষ্ণ দেখ গিয়া।
রাজআজ্ঞা পালি আহ্মি শরীর মার্জ্জিয়া॥
তবে ভীমে লভিয়া যে কৃষ্ণের উদ্দেশ।
প্রণমিল গিয়া ভীম হরিষ বিশেষ॥
ভীমেঁ আলিঙ্গিয়া কৃষ্ণ হইল বাহির।
যৌবনাশ্ব আশ্বাসিতে চলে যুধিষ্ঠির॥
আগে পাছে কৃষ্ণ ভীম বীর ধনঞ্জয়।
নকুল কুমার সহদেব মহাশয়॥
পাত্র মিত্র বহুসৈন্য করি পরিবার।
বহুল বাদিত্র বাজে মঙ্গল জোকার॥
যৌবনাশ্ব নৃপতির বহু সৈন্য সঙ্গ।
শীঘ্র আইসে আগুসারি যজ্ঞের তুরঙ্গ॥
রাজধানী দ্বারেত দুহান দরশন।
দূরে থাকি দেখে যৌবনাশ্ব মহাজন॥
রথ হোতে নামিয়া হইয়া পদরথী।
যুধিষ্ঠির নৃপতিক করিলা প্রণতি॥
ধর্ম্মেহ নামিয়া গজ হোতে ততক্ষণ।
যৌবনাশ্ব নৃপতিক কৈলা আলিঙ্গন॥
বহু প্রেমভাবে রাজা বচন বলিল।
আজু হোতে তোহ্মাকে যে বন্ধু আদরিল॥
যেন ভীমার্জ্জুন দেখ মোর সহোদর।
তুমি রাজা হইলা আজ তার সমসর॥
পাণ্ডবের সখা কৃষ্ণ দৈবকীনন্দন।
দেখ দেখ যৌবনাশ্ব পাতকনাশন॥
প্রভাবতী দেখ গিয়া দেবী দ্রৌপদীক।
কুন্তী মাতু দেখ গিয়া দেখ গান্ধারীক॥
রাজার বচনে যৌবনাশ্ব নরপতি।
কৃষ্ণের চরণে কৈল অষ্টাঙ্গে প্রণতি॥
মুঞিঁ ধন্য ধন্য আজি মোহোর জীবন।
সতত করিলু পাপ হইল উপশম॥
মনুষ্য-শরীরে কৃষ্ণ দেখিলু নয়নে।
ভদ্রাবতী পুরী ধন্য মুঞি হেন জনে॥
সাফল্য রাখিলু মুঞি যজ্ঞের তুরঙ্গ।
যার হেতু যুদ্ধ কৈলু বৃষকেতু সঙ্গ॥
ধন্য বৃষকেতু বীর জিনিল সমরে।
প্রাণ দান মোহোকে দিলেক যেই তরে॥
তে কারণে কৃষ্ণ মুঞি দেখিলু নয়নে।
ধন জন সমর্পিয়া কৃষ্ণ পাইলু মনে॥
সদাএ কৃষ্ণের সঙ্গে বৈসএ পাণ্ডব।
স্বপ্নেহ না দেখে কৃষ্ণ যার পরাভব॥
একত্রে তাহান সঙ্গে বৈসে দামোদর।
তাহান সারথি হএ আপনি ঈশ্বর॥
হেন বীর ধনঞ্জয় অতি পুণ্যবন্ত।
কৃষ্ণের পরম বন্ধু যাহাকে বোলন্ত॥
যার বাহুবল প্রশংসন্তি দেবগণে।
রুদ্রদেব যে পাণ্ডবে তুষিলেক রণে॥
তাহাকে চিহ্নাও মোরে কর্ণের নন্দন।
সাফল্য হউক মোর যৌবন জীবন॥
যৌবনাশ্ব নরপতি এহেন বলিতে।
আপনে অর্জ্জুন আসি বোলন্তি বদিতে॥

মোর নাম ধনঞ্জয় দেম পরিচয় ।
নমস্কার করো রাজা হওত সদয় ।
জ্যেষ্ঠ ভাই যুধিষ্ঠির জেন মান্যজন ।
ভীমসেন মান্য জেন মান্য জনার্দ্দন ॥
আজ হোতে নরপতি তেন হইলা তুহ্মি ।
তোহ্মার বচনস্তব হইলাম আহ্মি ॥
যৌবনাশ্বে ধনঞ্জয় চিহ্নিয়া তখন ।
পরম প্রমোদভাবে কৈলা আলিঙ্গন ॥
প্রভাবতী দ্রৌপদীর চরণ বন্দিল ।
অন্যে অন্যে শত শত বহুল আছিল ॥
কুন্তী গান্ধারীক প্রণমিল প্রভাবতী ।
বহু উপহার দিল অতিবিধ গতি ॥
দ্রৌপদীএ বহুবিধ দিল অলঙ্কার ।
সন্তর্পিল প্রভাবতী পত্নী যে রাজার ॥
তবে যৌবনাশ্বপুত্র সুবেগ সুমতি ।
সভাকে প্রণাম কৈল বহুল ভকতি ॥
যুধিষ্ঠির প্রণমিয়া বলিল বচন ।
কি বর্ণিব নরপতি তোহ্মার লক্ষণ ॥
ধন্য জীবন তুহ্মি ধন্য তুহ্মি রাজা ।
আপনার নিজ ধর্ম্মে পাল সব প্রজা ॥
তুহ্মি রাজা পৃথিবীত ধন্য অবতার ।
আপনে গোবিন্দ থাকে যাহার দুয়ার ॥
তাহাতে সমর্প তুহ্মি যত কর কর্ম্ম ।
ব্রহ্মাএ বর্ণিতে নারে যত যত ধর্ম্ম ॥
যে রাজার দেশে নাই কৃষ্ণের গমন ।
সে রাজার রাজ্য প্রেতভূমির সমান ॥
আজি হোতে কৃষ্ণ জান আহ্মি তোর দাস ।
না এড়িব তোহ্মার চরণ যৌবনাশ্ব ॥
যজ্ঞের ঘোটক যেই নৃপতিক দিল ।
বৃষকেতু বীরে মোর কুশল করিল ॥

সুবেগের স্তুতি শুনি দেব দামোদর ।
সাধু সাধু হেন তারে প্রশংসে বিস্তর ॥
কর্ণপুত্র আলিঙ্গিয়া চলে এক সঙ্গে ।
যুধিষ্ঠির পুরী প্রবেশিল মনোরঙ্গে ॥
এক মাস এহি মতে ইষ্টালাপ করি ।
পাণ্ডুপুত্র নৃপতিকে বোলে নরহরি ॥
চৈত্র মাস হইল রাজা দেখ সন্নিধান । ৫
পৌর্ণমাসী তিথি দেখ যজ্ঞের বিধান ॥
আহ্মারে সম্মতি হৌক যাই দ্বারাবতী ।
বহুকাল রহিয়াছি তোহ্মার সংহতি ॥
যদুবংশ জীই রহে আহ্মা দেখিবার ।
আজ্ঞা কর নরনাথ দেশে যাইবার ।
যজ্ঞের সময় যদি হৈল প্রত্যাসন্ন ।
নিমন্ত্রিয়া নৃপতি পাঠাব একজন ॥
সর্ব্ব যদুবংশ আহ্মি তথনে আসিব ।
কদাচিত্য সমএ যে আহ্মি না লঙ্ঘিব ॥
কৃষ্ণের বচনে রাজা দিল অনুমতি ।
ত্বরমাণে কৃষ্ণ গেলা পুরী দ্বারাবতী ॥
এথা রাজা যুধিষ্ঠির করেন সম্ভার ।
যজ্ঞের মণ্ডপ তোলএ অদ্ভুত আকার ॥
যৌবনাশ্ব রাজা সমে ঘোটক পালন্ত ।
ব্যাস মহামুনি হোতে রহস্য শুনন্ত ॥
মরুত্ত রাজাএ পূর্ব্বে জেন যজ্ঞ কৈল ।
ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরে সকল কহিল ।
সে সব রহস্য যথ সকল কহিল ।
গ্রন্থ গৌরব ভএ তাকে না লেখিল ॥
অশ্বমেধ যজ্ঞ কথা অমৃত লহরী ।
পিবন্ত ভকত জনে কর্ণঘট ভরি ॥
লস্কর পরাগল খানের তনয় ।
শুনিয়া যজ্ঞের কথা সরস হৃদয় ॥
ছুটিখান নাম লস্কর মহামতি ।
পশ্চাতে কি হইল হেন পুছিল ভারতী ॥
শ্রীকরনন্দিএ কহে দেখিয়া সংহিতা ।
জয়মুনি কহিলেক ভারতের কথা ॥

দীর্ঘচ্ছন্দ।

ব্যাসের বচন শুনি, রাজা বোলে মনে গুণি[১]
শুন ভাই বীর বৃকোদর।
অশ্বমেধ ক্রতু কাল[২] মিলিল আসিআ ভাল[৩]
শুনিলু[৪] কহিল মুনিবর॥ ১
সর্ব্বযজ্ঞ অধিপতি ত্রিভুবন মুখ্যা অতি[৫]
দৈবকীনন্দন মহাশয়।
[৬]অবিলম্বে তুহ্মি চল ভাই দ্বারাবতী লড়
একরথে হইআ নির্ভয়॥ ।২॥
(*)
শুন শুন বৃকোদর চল তুহ্মি সত্বর
শীঘ্রগতি করহ পয়ান।
কহ গিয়া তান আগে জদি মোকে অনুরাগে
আইসকেন সব মোর স্থান॥৩॥
[৭]আমন্ত্রিয় বসুদেব জানাইয় আহ্মার সেব
নিমন্ত্রিয়[৭] উগ্রসেন রাজা।
তার পাছে হলি রাম[৮] তবে আমন্ত্রিয় কাম
নিমন্ত্রিয় সকল পরজা॥।৪॥
[৯]গদ সম্ভ সাত্যকীক, কৃতবর্ম্মা বল্হিক
[১০]আর ধৃতরাষ্ট্র সেনাপতি।
জত জত [১]বন্ধুগণ আমন্ত্রিয় জনে জন
জদুবংশ জত নর[২] পতি॥৫॥
যশোদা দৈবকী দেবী আমন্ত্রিয় পদ সেবি
[৩]রুহিনিক আমন্ত্রিয় গিয়া।
[৪]রুক্মিণী জে জাম্ববতী সত্যভামা রূপবতী
লগ্নজিতা কৃষ্ণের যে প্রিয়া॥৬॥
জতেক [৫]নৃপতিগণে আমন্ত্রিয় জনেজনে
নিমন্ত্রিয়[৬] কুমার সকল।
[৭]আহ্মি না স্মরিএ জাক নিমন্ত্রি আনিবা তাক
বিলম্ব না কর মহাবল॥৭॥
[৮]রাজার মুখের বাত শুনি ভীম সহসাত
নৃপতির বন্দিআ চরণ।
ভাই সব আলিঙ্গিআ দ্রৌপদীক সম্ভাষিয়া[৯]
করিলেক রথ আরোহণ॥৮॥
সারথি চতুর অতি [১০]রথ চালায় বায়ুগতি
মহাবেগে চলি যাএ রথ।
পূর্ব্বদিগে [১১]দেখি সুর[১২]এড়িল হস্তিনাপুর
[১৩]ভীমসেন বীর মহাসত্ব॥৯॥
সূর্য্য হইল অস্তমিত ভীম[১৪] হইল উপস্থিত
দ্বারাবতী পুরীর ভিতর।

---

0 মোর।
(১) রাজাএ মনেত গুণি। (২) • ক্রতু হ'ল।
(৩) মিলিয়া আছয়ে ভাল। (৪) শুনিয়া •।
(৫) ত্রিভুবনে যার গতি।
(৬) অবিলম্বো মহামতি চল ভাই দ্বারাবতি এক রথে অতি ত্বরমাণ।
কহগিয়া তান আগে যদি মোত অনুরাগে তৎকাল আসিতে এহি স্থান॥
(*)তেই যার জানি অস্ত সর্ব্বসাঙ্গে সাঙ্গমস্ত
দেব বাণী শুনএ সংশয়।
পুস্তকান্তরে এই কলি ত্রয় বেশী।
(৭) জানাইয় •। (৮) • বলরাম। (৯) গণসমে। (১০) আর যত আছে সেনাপতি।

(১) • বৃদ্ধজন। (২) • উতপতি।
(৩) • রুহিণী দেবীরে নিমন্ত্রিবা।
(৪) রুহিণী দেবীক নিমন্ত্রিবা।
(৪) রুক্মিণী যুবতী সত্যভমা ভদ্রাবতি লগ্নজিতা আমন্ত্রিয় গিয়া॥
(৫) • মহিষী •। (৬) আমন্ত্রিয় •।
(৭) অর্চ্চিবা নৃপতি যাক আমন্ত্রিয়া আনিবা তাক।০। (৮) রাজার বচনে জাএ ভীমসেন মহাকাএ। (৯) • বোলাইয়া। (১০) অশ্ব সব •। (১১) • জাএ •। (১২) এড়িয়া। •
(১৩) এড়িলেন্ত মহাবল।
(১৪) ভীমসেন •।

বহু দিবসের পথ[১] লঙ্ঘিলেক মহাসত্ব
একদিনে পবন[২] কোয়ার ॥১০॥
[৩]হেনকালে জনার্দ্দন খুধায় পীড়িত মন[৪]
বহু জোগ ভুঞ্জিবার তরে।
[৫]সঙ্গে সব পত্নীগণ অতি কুতূহল মন
চলি গেল দৈবকীর ঘরে ॥১১॥
খুধার[৬] বেদনা বাত পুত্রের উদর জাত
মাও বিনে[৭] না জান্ত আনে।
[৮]দৈবকী বুঝিয়া জোগ আনিল বিপুল[৯] ভোগ
[১০]দিলেন্ত কৃষ্ণের বিদ্যমানে ॥১২॥
সন্দেস জে বহুতর ফলমূল আদি কর[১]
অন্ন ব্যঞ্জন মনোহর।
([২])শল্লকী জে শশকব সুকোমল মাংস সব
ভক্ষি কৃষ্ণ পুরএ[৩] উদর ॥১৩॥
[৪]বাম করে সত্যভামা রূপে[৫] গুণে অনুপামা
পরিচর্য্যা [৬]করএ রুক্মিণী।
সেবন্তি মহিষী সবে[৭] জার জেই অনুভবে[৮]
পরিবেসে[৯] দৈবকী জননী ॥১৪॥
[১০]দেখিআ ভোজন তান গুরুজন বিদ্যমান
সত্যভামা করে পরিহাস[১১]।

(১) বহুল দিবস পথ। (২) 0 কোঁয়র]
(৩) এ পদটী নাই। (৪) ক্ষুধাএ পীড়িত বহুতর।
(৫) সব সঙ্গি গণ। (৬) ক্ষুধাএ •। (৭) • নাহি
জানে •। (৮) দৈবকী আনি যোগ (?) (৯) •
বহুল •। (১0) দিলেক 0।

(১) ◦ শ্রদ্ধাকর। (২) দৈবকী দিব্য সজ্জ
কর, সুকোমল মাংসবর। ৩ • ভরিল।
৪ সম্মুখে জে । ৫ সর্ব্ব। ৬ 0 করেন্ত 0 ◦। ৭
০ গণে ৮ • অনুপামে। ৯ পরিবেশন করে।•
১0 হেন মত বোলে তান গুরুর যে বিদ্যমান।
১১ • উপহাস।
গিরি যজ্ঞ যেন ভোগ।

বালক চরিত্র জোগ গুরুতর জেন ভোগ
গোয়াল চরিত্র পরকাশ ॥১৫॥
সত্যভামা জে কহিল দৈবকীএ সে শুনিল
ধিক ধিক বধূক গঞ্জয়[১]।
[২]তোহার বুদ্ধিএ ধিক গোআল বলিলে কিক
[৩]মোর পুত্র মূর্ত্তিমন্ত হএ ॥১৬॥
ধরিআ অনন্ত মূর্ত্তি করএ উদর শান্তি[৪]
[৫]ত্রিদশ কণ্টক সংহারন্ত।
তাকে হেন পরিহাস বুলিতে বাঢ়িল আশ
[৬]মনে কেহ্নো লজ্জা না বাসন্ত ॥১৭॥
এহিরূপে তেজি লাজ বহু শাশুড়ীর মাঝ
বহুবিধ আছিল ভারতী।
শুনি সব গদাধর আনন্দিত বহুতর
হাসন্ত রুক্মিণী গুণবতী ॥১৮॥
হেনকালে বৃকোদর[১] তথা গেলা একশ্বর[২]
ভোজনেত রত জনার্দ্দন[৩]।
বহুবাক্য সম্ভাষন্ত কৃষ্ণ মনে না ধরন্ত[৪]
হাসে তবে পবন নন্দন[৫] ॥১৯॥
পরিহাস ক'রে ভীম জে[৬] বলিল নাহি সীম
তবে[৭] গোবিন্দে দিল মতি।
[৮]উলটিআ দেখি তাক বুলিলেক হেন বাক[৯]
[১০]আইস ভীম ভুঞ্জিব সংহতি ॥২০॥

১ বহুল গঞ্জন। ২ তোহ্মা বুদ্ধি ধিক।
৩ মনে কেহ্নে লজ্জা বাসসি।
৪ মোর পুত্র সাক্ষাৎ অনন্ত। ৫ করিতে
সংসার প্রীতি। ৬ দেবগণ করিলা উদ্ধার।
(৮ নম্বরের কবিতাটী দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।)
০ একশ্বর। ২ ০ বৃকোদর।
৩ • দেব •। ৪ কৃষ্ণ মন না করন্ত। ৫ •
পাণ্ডবনন্দন। ৬ এ বুলিয়া ০। ৭ তবে
সে 0। ৮ উলটি দেখিল 0। ৯ মোক।

ভীমে বোলে আপন১ উদর পূরিত মন১
৩তৃপ্তি হইলা দেব জনার্দ্দন।
৪এবে সে আহ্মার মতি৫ কি বলিব ধিক অতি
কিবা আছে করিতে ভোজন॥২১॥
এহি হাস পরিহাস৬ করি দুই মহেষ্বাস৭
তবে কৃষ্ণ৮ ভোজনের তরে।
ভীমের হাতেত৯ ধরি বৈসাইল স্নেহ করি১০
ভোজন করিল বৃকোদরে॥২২॥
তবে ভীম মহাবল১১ কহিলেক কুতূহল১২
নৃপতির জেহেন১৩ সম্বাদ।
শুনিআ জাদবপতি আনন্দে পূরিত মতি১৪
চলিবারে দিলেক নিনাদ১৫ ॥ ২৩॥
তবে কৃষ্ণ মহাশয় আনন্দিত হৃদয়
১৬কৃতবর্ম্মারে বলিলেন্ত।
দুন্দুভি বাজায় দ্বারে জত জদু পরিবারে১৭
প্রজা সব১৮-আইসন্ত বোলন্ত॥২৪॥
সভাকে শুনায়১৯ হেনমোহর আদেশ জেন২০
৩চারি বর্ণে না রাখহ প্রজা।

১চলউক সেনাগণ ২রথারথি জত জন
দেখিবারে যুধিষ্ঠির রাজা॥২৫॥
প্রদ্যুম্ন প্রমুখ৩ জত ৪সে সব চলউ তত
৫চলউক কুমার সকল।
অনাধিষ্টি আদি৬করি সেং৭ না সব আগুসারি
৮চলি জাউক শুন মহাবল॥ ২৬ ॥
সাত্যকি প্রমুখ৯ যোধ যুধিষ্ঠির উপরোধ
১০চলি জাউক হস্তিনারপুর।
১১চলউক রথ রথী গজ বাজী সারথি
শিবিকা বাজি বহুতর ॥ ২৭ ॥
১২দৈবকী প্রমুখ করি অন্তঃপুর জত নারী
চলউক ধর্ম্মের নগর।
শীঘ্র করি কর সজ্জ চলউ(ক) রথ ধ্বজ
দ্বারাবতী পুরী বরাবর॥২৮॥
১৩জৌতুক দিবার তরে মণিরত্ন বহুতরে
ভারে ভারে চালায় কাঞ্চন।
১৪কম্বল বসন জত ১৫গজ বাজী মত্ত গজ
১৬পতাকা জে নয়নশোভন॥২৯॥

---

১ আইসে ভীম ভুঞ্জিয়ে আপনার। ২ ভরিয়া সার। ৩ তৃপ্তি যদি হইলা জনার্দ্দন। ৪ তবে সে () ৫ কি বুলিব অধিক অতি। ৬ এহি সে পরিহাস। ৭ সম্ভাস (সম্ভাষ) ৮ কৃষ্ণে। ৯ হাতএ। ১০ বিবহিলা গ্রহ করি। ১১ মহাবলে ১২ • কুতূহলে। ১৩ যে সব •। ১৪ পূরিল অতি। ১৫ দিল অনুবাদ। ১৬ কৃতবর্ম্মা স্থানেত বুলিল। ১৭ বুলিল বহু পরিবারে। ১৮ • আইল ত্বরমাণ। ১৯ সভাকে শুনিয়া ২০ মোহর আদেশ তেন। (২১) চারি বর্ণ লয় সব প্রজা।

(১) চলেন্ত সেনাগণ। (২) সব প্রজাগণ। (৩) প্রভৃতি (৪) চলে সব আনন্দিত। (৫) চলে জে কুমারী সকল। (৬) আগু (৭) সৈন্য সেনা (৮) চল জাউক বোল মহাবল। (৯) প্রভৃতি (১০) জাউক বোল হস্তিনা পুরি। (১১) উত্তম মধ্যম য়ার (আর) পাত্র মিত্র পরিবার চল মোর আজ্ঞা শিরে ধরি। (২৭ নম্বর পদের শেষ তিন কলি এই রূপে পরিবর্ত্তিত।)

(১২)২৮ নম্বর পদটী দ্বিতীয় পুস্তকে এইরূপে পরিবর্ত্তিত। যথা,—চলোক রথ বাজি, বিচিত্র সাজন, সাজি সব লৈয়া চলিল সত্বর। দৈবকী প্রথম করি, সব লৈয়া আগুসারি, চলিলেন্ত ধর্ম্মের নগরে (১৪) ব্যবহার দিবার তরে।(১৫) কনকরচিত রথগজ। (১৬) চালাইল বহুধ্বজ।

বাপ মোর১ বসুদেব ভুবন জনের সেব
২রাজ্য রক্ষা হেতু সাবধানে।
৩রাজ্য রক্ষা হেতু রাম ৪বোলম মুঞি এই কাম
৫থউকেন্ত জে সাবধান মনে ॥৩০॥

মোহর আদেশ৬ আর ৭জত জদু পরিবার
চল৮ অশ্বমেধ দেখিবারে।
চল কৃতবর্ম্মা বীর বিলম্ব না কর চির৯
দুন্দুভি বাজায় গিআ দ্বারে ॥৩১॥

কৃষ্ণের আদেশ শুনি কৃতবর্ম্মা চলে১০গুণি
দ্বারে গিআ১১ দুন্দুভি বাজাইল।
১২বাদিত্রশুনিআলোক মিলিলেক১৩হত শোক
১৪কৃতবর্ম্মাএ আদেশ শুনাইল ॥৩২॥

আপনে চলিল১৫ দেব ভুবন জনের সেব
১৬ভীমসেন সঙ্গে কুতুহলে।
বাপের চরণ বন্দি বলভদ্র অভিনন্দি১৭
সঙ্গে করি চতুরঙ্গ বলে ॥৩৩॥

সৈন্যের চরণ১৮ ঘাত ১৯ধূলি উঠে সহসাত
গগনে করিল অন্ধকার।

---

(১) • জার • (২) রাজ্যেত থাউক আপনে। (৩) রাজ্য রক্ষা কারণ। (৪) থাউকে আপন। (৫) সাবধানে থাউক মহাজন।
(৬) • নির্দ্দেশ • (৭) সর্ব্বলোক •
(৮) চল • (৯) • ধীর। (১০) ০ মনে •
(১১) • জাইয়া • (১২) বাদ্য সব দেখি লোক। (১৩)মিলিল সকল লোক। (১৪) কৃতবর্ম্মা আদেশ শুনিয়া। ৩২ নম্বরের কবিতাটীর পরে দ্বিতীয় পুস্তকে নিম্নলিখিত কবিতাটী বেশী। যথা,—আনন্দিত সর্ব্বজন, চলি ভৈল ততক্ষণ,
বাল বৃদ্ধ চলিল সকল।
বিচিত্র বাজন বাঝে(জে) দ্বারাবতী লোক
সাজে, দর্শন আনন্দ কুতুহল ॥
(১৫) • চলিলা • (১৬) ভীমসনে মহা কুতুহলে (১৭) • তবে বন্দি।
(১৮) • চরণের • (১৯) উঠে ধূলি ০

১আইল জেন মেঘকুল ২বাদিত্র গর্জ্জন তুল
বিচিত্র৩ পতাকা চমৎকার ॥৩৪॥

সঙ্গে বহু অক্ষৌহিণী ৪ত্রিভুবন শিরোমণি
৫যুড়ি জাএ তিন দিনের পথ।
অতিশয় মনোরঙ্গে চলিল৬ ভীমের সঙ্গে
৭আরোহিআ বাউবেগ রথ ॥৩৫॥

পথে বহু কুতূহল আলকন্ত মহাবল
সঙ্গে করি পৌরনারীগণ।
গ্রহস্থ গৌরব ভয় জানিআ জে সুনিশ্চয়
না লেখিল সব বিবরণ ॥৩৬॥

কালিন্দী নদীর তীর ভূমি অতি সুরুচির
তথা জদি আইল দামোদর।
৮বন্ধুজন সব আনি কহিলেন্ত৯ হিত বাণী
গৌরব করিআ বহুতর ॥৩৭॥

হিত১০কহি পরিনিষ্ট১১জতআছে মোর ইষ্ট
১২সর্ব্ব মুখ্য জান ধনঞ্জয়।
অন্যে অন্যে চাহ১৩হিত তার মোর একচিত্ত
কলেবর ভিন্নমাত্র হয় ॥৩৮॥

তার জ্যেষ্ঠ সহোদর যুধিষ্ঠির নৃপবর
করিবেন্ত১৪ যজ্ঞ অশ্বমেধ।
১৫অহঙ্কার পরিহরি মোর আজ্ঞা শিরে ধরি
রাজ আজ্ঞা সেই জান বেদ ॥৩৯॥

---

(১) • যেন বাজি। (২) সৈন্য সামন্ত সাজি। (৩) • বিজ্যালি (বিজুলি) •
(৪) ভুবনের রাজধানী। (৫) জাএ সব •
(৬) চলিলা ০ (৭) কালিন্দীতীর নিকটে। দ্বিতীয় পুস্তকে ৩৬ নম্বরের কবিতা ও ৩৭ নম্বর কবিতার প্রথম তিন কলি নাই।
(৮) বন্ধু বান্ধব আনি। (৯) বুলিলেন্ত ০
(১০) এহি • (১১) মোর যত আছে ইষ্ট।
(১২) সেই সুখী আছে • (১৩) • আছে
• (১৪) করিবেক ০।

বহুবিঘ্ন হইব তাত বহুবিধ উতপাত
[১]হেন মত কহিছে পুরাণে।
প্রজারে সেই আজ্ঞা করি মোরবাক্যমনেধরি
রাজা যেন সুখী হও মনে॥ ৪০ ॥
অহঙ্কার পরিহরি মোর আজ্ঞা শিরে ধরি
[২]সর্ব্ব সৈন্য করিবা সুশার্য্য (?)
জেন দেখ হলধর যুধিষ্ঠির নৃপবর
তাহা হোতে না দেখ অনার্য্য[৪] ॥৪১॥
অর্জ্জুনের মাও কুন্তী বাপের ভগিনী হস্তি[৫]
শুন মাও আস্কার বচন।
রোহিণী যশোদা সঙ্গে অতিশয় মনোরঙ্গে
করিবা জে তাহারে[৬] বন্দন ॥৪২॥
রুক্মিণী প্রভৃতি[৭] নারী[৮] জত সব অন্তসৃপুরি
সবে মিলি দ্রৌপদী সেবিবা[৯]।
গান্ধারী প্রভৃতি জত [১০]গুরুজন জত জত
বন্দিবা জে গর্ব্ব না করিবা ॥৪৩॥
হাতে[১১] ত প্রদীপ করি অহঙ্কার পরিহরি
যজ্ঞ কালে দ্রৌপদীর[১২] সঙ্গে।
রাজার নিকট গিয়া [১৩]সমএত আহ্লাদিয়া
উৎসব করিবা মনোরঙ্গে ॥৪৪।

দ্বিতীয় পুস্তকে ৩৯ নম্বর কবিতাটীর এই শেষ তিন কলি নাই। (১) হেন বুঝাইছে মোকে।
(২) দ্বিতীয় পুস্তকে এই কলি ত্রয় নাই।
(৩) সর্ব্বজনে করিবেক কার্য্য।
(৪) 0 দেখিবা সাহার্য্য।
(৫) দ্বিতীয় পুস্তকে 'হস্তি' কথাটী নাই সম্ভবত পড়িয়া গিয়াছে; (৬) ০ তাহান ০
(৭) 0 প্রভাবতী ০ (৮) যত আইল ০
(৯) 0 বন্দিবা। (১০) বুঝাইবা অনুগত।
(১১) হাত এ ০ (১২) ০ দ্রৌপদীক ০
(১৬) মোর আজ্ঞা স্মরিয়া।
৮ সাহায্য ০ ৪৫ হইতে ৬৬ পর্য্যন্ত কবিতা গুলি দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।

প্রদ্যুম্ন শুনহ বোল তোকে আস্কি দিল কোল
সর্ব্ব বীর তোর সহোদর।
বন্দি সেই মহীপাল রক্ষা কর যজ্ঞ শাল
অহঙ্কার এহাতে না কর ॥৪৫॥
ভৃত্য তুল্য কর্ম্ম করি থাকিবা জে আগুসারি
নৃপতির সদাএ গোচর।
জথা রক্ষি ধনঞ্জয় তথা নাহি কোহ্লো ভয়
কি করিব সুরাসুরনর ॥৪৬॥
তার মোর এক প্রাণ অর্দ্ধদেহ হেন জান
পালিবা জে নিদেশ তাহার।
না ধরে জে বাক্য মোর কাটিমু জেহেন চোর
সত্য শুন যদু পরিবার ॥৪৭॥
এথা রহ সর্ব্বজন ভীম সমে এক মন
পাছে পাছে আইস ধীরে ধীরে॥
মুঞি জাম ত্বরমাণ যুধিষ্ঠির বিদ্যমান
একশ্বর রাজার মন্দিরে ॥৪৮॥
এ বুলিয়া মহাশএ আরোহণ কৈল হএ
মনবলে চলিল সত্বরে।
ঘোড়ার যে লীলাগতি চালাএ জে যদুপতি
চক্ষুর নিমেসে জাএ দ্বারে ॥৪৯।
একশ্বর নরহরি ধর্ম্মপুর অনুসারি
নগর ভিতর মিলিলেন্ত।
মুনিগণে দেখি তাক বহু করে স্তুতি বাক
যতি সতী ব্রাহ্মণী স্তবন্ত ॥ ৫০।
একশ্বর জগন্নাথ দেখিআ জে সহসাত
দূরে থাকি খেচরে সেবন্ত।
মুনিগণে দেখি তাক অর্জ্জুনক স্তুতি বাক
অর্জ্জুন প্রসাদে আলোকন্ত ॥ ৫১।
রবিএ কিরণ হরে মেঘখণ্ডে ছায়াকরে
শীতলবাউ পবনে বহন্ত।

জতেক জে নারিলোক হরিল সকল শোক
কৃষ্ণ জাকে কৈল আলোকন্ত॥ ৫২
চাহে পৌর নারিজন সকল হরিস মন
দেখি তান বদন কমল।
জত দূর জাএ দেব সর্ব্বজনে করে সেব
না চাহন্ত কোহ্ন কুতূহল॥ ৫৩॥
দূরে থাকি নরপতি দেখি জদুবংশ পতি
ত্বরমাণে আসন এড়িল।
তবে অশ্ব পরিহরি ভূমিতলে অবতরি
গোবিন্দেহ নৃপতি বন্দিল॥ ৫৪।
অতিপ্রেমে যুধিষ্ঠির মস্তক ঘ্রাণিআ শির
দুইহাতে ধরি আলিঙ্গিল।
মুঞি রাজা হইলু ধন্য সর্ব্ব রাজা অগ্রগণ্য
ইতি বহু স্তবন করিল॥ ৫৫।
আদেশিল নরবরে দুন্দুভি বাঝায় দ্বারে
আজি মোর কুশল মিলিল॥ ৫৬।
* * *
ধনঞ্জয় সহদেব নকুলে করিল সেব
কৃষ্ণের চরণে ভক্তি করি।
বন্দি ধৃতরাষ্ট্র রাজা বন্দিআ সকল প্রজা
তবে সে বসিল নরহরি॥ ৫৭।
মুনিগণে দেখি তাক অর্জ্জুনক স্তুতি বাক
ধন্য ধন্য বহু প্রশংসিল।
বনে তপ যজ্ঞ পাকে দেখিতে না পারে জাকে
অর্জুন প্রসাদে আলোকিল॥ ৫৮।
অর্জুন নিসর্গ হেতু(?) আইল গড়ুর কেতু
দেখিলাম নয়ন গোচর।
ধন্য ধন্য ধনঞ্জয় তোর জন্ম ভুবনয়
জে তুহ্মি সাধিলা গদাধর। ৫৯।

তবে ধর্ম্ম নরনাথ পুছন্ত কুশল বাত্ত
জিজ্ঞাসন্ত কহ গদাধর।
মাতুল মোর বসুদেব ভুবন জনের সেব
আইলনিকি মোহর নগর॥ ৬০।
দৈবক নন্দিনী সুতা (?) সর্ব্বগুণে অদ্ভুতা
আইলনিকি মোর, মাতুলানী।
আইল কিবা বধূগণ জত জত বন্ধুজন
কহ কৃষ্ণ তত্ত্ব নাহি জানি॥ ৬১।
রাজার বচন শুনি কৃষ্ণে কহিলেন্ত পুনি
পিতা সনে বীর হলধর।
তান্থা রাজ্য রাখিবার আর মম পরিবার
আইল রাজা তোহ্মার নগর॥ ৬২
পাছে আইসে ভীমাসঙ্গে আইসে সব মনোরঙ্গে
এড়িল সে আহ্মি নদীতীর।
তোহ্মা দরশন তরে আইল আহ্মি একশ্বরে
ত্বরমাণে তোহ্মা দেখিবার॥ ৬৩।
অশ্বমেধ পুণ্যকথা কল্পতরু পুণ্যলতা
পাপ তাপ আর নাই ভয়।
শুনিতে মধুরতর মুক্তি পদ অক্ষর
মুনি বাণী নাহিক সংশয়॥ ৬৪।
খান পরাগল স্তুত সর্ব্বগুণে অদ্‌ভুত
মেদিনি মদন সমসর।
বন্ধুগণ বিকাশ অরিকুল হইল নাশ
মন্ত্রণাতে জেন শশধর॥ ৬৫।
লস্কর জে ছুটি খান কল্পতরু জার দান
বলবন্ত বৃকোদর সম।
তাহান নিদেশ লভি শ্রীকর নন্দিয় কবি
করিলেত জেন অনুপান॥ ৬৬।

---

* এইখানে আর শেষ তিন কলি নাই।

পয়ার।

১। কৃষ্ণ যদি এ হেন বচন বুলিলেন্ত।
অর্জুন সম্বোধি রাজা বচন বোলন্ত ॥ ৬৭
কৃষ্ণ হেন বন্ধু (২) ভাবে আহ্মি ধন্য রাজা।
(৩) ধন্য ব্যবহার ধন্য ধন্য সব প্রজা ॥৬৮
১আপনি যাদব পতি যজ্ঞ অধিষ্ঠিতে।
মোর ঘরে ২আসিয়াছে বন্ধু সমুদিতে ॥৬৯
বিলম্ব না কর ভাই ৩চলরে ভিতর।
দ্রৌপদী ৪নিস্বরৌক বোল বাহির নাগর ॥৭০
নিশ্বরৌক মাও কুন্তী য়াওরে গান্ধারী।
সব নিশ্বরউক বোল অন্তস্পুর নারী ॥৭১
দৈবকী প্রমুখ দেবী জনের সৎকার।
করউক বোল জার জেই ব্যবহার ॥৭২।
নিশ্বরউক বন্ধুগণ মোহর সংহতি।
পাত্র মিত্র নিশ্বরউক সন্ত সেনাপতি ॥৭৩
অন্ধ রাজা ধ্বতরাষ্ট্র সঙ্গে মুনিগণ।
এথাতে আইসউক বোল বৃদ্ধ সর্ব্বজন ॥ ৭৪
রাজার বচন স্তুনি বোলে ধনঞ্জয়।
ত্বরমাণে চালাইল বান্ধব স্নুনিশ্চয় ॥ ৭৬
৫আপনে চলিল রাজা বাঢ়ি আনিবার।
৬চলিলেক নারায়ণ সংহতি তাহার ॥ ৭৭
নানাবিধি বাদ্য বাঝৈ নর্ত্তকে নাচন্ত।
মুনিগণ বসিআ জে বেদ যাচন্ত ॥ ৭৮
জৌবন্নাস রাজা জাএ নৃপতির সঙ্গ।
তাহার সহিতে জাএ জজ্ঞের তুরঙ্গ ॥ ৭৯
বিচিত্র ভূষণ সাজে তুরঙ্গ উপর।
৭বাউ হেতু উড়াএ জে ধবল চামর ॥ ৮০
বহু অঙ্গরাগ তুরঙ্গমের শরীরে।
চারি পাসে বেঢ়িয়া বান্ধএ মহাবীরে ॥ ৮১
প্রজাগণে বহুবিধ করে কুতুহল।
যদুসন্য আনে গিআ পাণ্ডব সকল ॥ ৮২
জৌবন্নাস রাজার মহিষী প্রভাবতি।
দৈবকিক দেখিবারে উল্লাসিতমতি ॥ ৮৩
দ্রৌপদির সঙ্গে কাএ কুতুহল মন।
বিচিত্র বিশিখ রথ করি আরোহণ ॥ ৮৪
দুই সৈন্য এক হইল পুণ্য দরশন।
মহাধূলি পদঘাতে উঠিল গগন ॥ ৮৫
কৃষ্ণের জননী দেখি রাজা যুধিষ্ঠির।
প্রণমিল ভৃত্যবৎ আগু হইয়া স্থির ॥ ৮৬
অর্জ্জুন প্রভৃতি জত পাণ্ডব সকল।
১দৈবকীক প্রণমিল পড়ি ভূমিতল ॥ ৮৭
২প্রদ্যুম্ন প্রমুখ যত যাদব কিঙ্কর।
৩যুধিষ্ঠিক প্রণমিল অতিভক্তিপর ॥ ৮৮
৪জত যদুবংশ আর পাণ্ডব মিলিল।
৫জার জেই (উপযুক্ত) সম্ভাষ আছিল ॥ ৮৯
দৈবকী যশোদা সমে রুক্মিণী যুবতী।
কুন্তী আর গান্ধারীক করিল প্রণতি ॥ ৯০

(১) এহি মতে সকল বুঝাইয়া যদুপতি।
আনন্দিত হইল তবে যুধিষ্ঠির নরপতি ॥
(২) • জনে আইল •
(৩) ধন্য মোর ব্যবহার ধন্য সব প্রজা।
(১) আপনি যজ্ঞেত প্রভু হইব অধিষ্ঠিতা।
(২) ০ আইল প্রভু ০। (৩) ০ চলহ সত্বর।
(৪) ০ হৌক ০। (৫) আপনে চলিল কৃষ্ণ ০।
(৬) সংহতি চলিল কৃষ্ণ ত্যজি অহঙ্কার।

(৭) বাতাস করএ।
(১) দেবকীক প্রণমিল পড়িয়া ভূমিতলে ॥
(২) • প্রভৃতি যত যাদব নিকরে।
(৩) যুধিষ্ঠিরে প্রণমিল ভক্তিপুরঃ সরে ॥
(৪) যদুবংশ তথন সকলে মিলিল।
(৫) যেবা যার উপযুক্ত প্রণাম করিল ॥

উপহার মণি রত্ন বহুল দিলেন্ত।
গান্ধারীহো বহুধন মাণিক্য দিলেন্ত ॥৯১
জোবন্নাস রাজার মহিষী প্রভাবতি।
দৈবকীক প্রণমিআ ধন দিল অতি ॥ ৯২
সত্যভামা রুক্মিণীর চরণ বন্দিআ।
প্রভাবতী বহুরত্ন ধন দিল নিআ ॥ ৯৩
দ্রৌপদীএ প্রণমিল কৃষ্ণের জননী।
সন্দেস দিলেক আর বহু রত্ন মণি ॥ ৯৪
কৃষ্ণের মহিষীগণে দ্রৌপদীক বন্দে।
নানা দ্রব্য দান অন্তে অন্তে অভিনন্দে ॥
একত্রে বসিআ সবে করে ইষ্টালাপ।
অন্তে অন্তে দরশনে খণ্ডিল সন্তাপ ॥ ৯৫
দেবী সত্যভামা তবে পাইয়া অবকাশ।
দ্রৌপদীক বোলে তবে কিছু পরিহাস ॥৯৬
ষোড়শ সহস্র নারী আহ্মি একত্রিত।
এক কৃষ্ণ করিবারে না পারি তর্পিত ॥ ৯৭
তুহ্মি একাকিনী নারী বড়হি চাতুরি।
পঞ্চজন নায়কের থাক আশা পূরি ॥ ৯৮
কেমত উপাএ জান ভাল তুহ্মি দেবি।
উদ্দেশে জে তোহ্মার চরণ আহ্মি সেবি ॥৯৯
দ্রৌপদী বোলন্ত বাপ জনমের কর্ত্তা।
জাকে দান করে বাপ সেই হএ ভর্ত্তা ॥১০০
স্বামীক পূজিব হেন দেবতা আচার।
বাপ মাএ শিখাএ জে হেন ব্যবহার ॥১০১
হেন স্বামী পারিজাত কারণ বান্ধিয়া।
ভৃত্য তুল্য ব্রাহ্মণেরে দান কর নিয়া ॥১০২
বোল দেবি কোন শাস্ত্র হেন উদ্দেশিল।
তোহ্মা হোতে হেন ধর্ম্ম খিতিত রহিল ॥১০৩
বড় পুণ্যবতী তুহ্মি স্বামী কর দান।
খিতিতলে আছে কেবা তোহ্মার সমান ॥১০৪

১অন্তে অন্তে হেমন্নপে পরিহাস্ত করি।
একত্রে বসিল দেবীগণে পংক্তি করি ॥১০৫
তবে দেবী সত্যভামা কৃষ্ণক বলিল।
যজ্ঞের ঘোটক কোনরূপ না দেখিল ॥১০৬
নৃপতি অগ্রেতে প্রায় বোলে সে বচন।
ঘোড়া দেখিবার চাহি আহ্মি সর্ব্বজন ॥১০৭
সত্যভামার বচন শুনিআ দামোদর।
সেইরূপ কহিলেন্ত রাজার গোচর ॥১০৮
তবে যুধিষ্ঠির রাজা প্রসন্নবদন।
আদেশ করিল নিজ সন্য ততক্ষণ ॥১০৯
মহারথিগণে কর রথ আরোহণ।
গাএত কবচ ধর হাতে শরাসন ॥১১০
গজ আরোহণ কর অস্ত্র হাতে লৈআ।
অশ্বে অশ্ববরে চড় সাবধান হইয়া ॥১১১
পংক্তি করি অস্ত্র লইয়া হও চারি পাশ।
থাকহ ঘোড়ার জেন না থাকে প্রকাশ ॥১১২
গোবিন্দের অন্তস্পুর মহিষী সকলে।
আলোক করউক তহ্নো মন কুতূহলে ॥১১৩
রাজা জেন আদেশিল তেহেন প্রকার।
সাবধানে সেই ঘোড়া বেঢ়ে চারিধার ॥১১৪
অন্তস্পুর নিকটে নিলেক সেই হয়।
নিত্যকরে ঘোটকে দেখিতে চারু নয় ॥১১৫
গবাক্ষের তীলা দিআ চাহে নারীগণ।
যজ্ঞের ঘোটক অতি পুণ্য দরশন ॥১১৬
মহাতেজসালি ঘোড়া দ্রুতপদে চলে।
পরম মিত্যক জেন নাচে কুতূহলে ॥১১৭
নারী দিব্য গন্ধপুষ্প লাজা বরিসন্ত।
ধন্য ধন্য করি হেন সবে প্রশংসন্ত ॥১১৮

---

(১) অন্তে অন্তে সম্ভাষণ এহিরূপ করি।

সৈন্যের প্রতি অনুশাল্বের আদেশ।

হেনকালে শৌরভ নগর নরপতি।
অনুশাল্য নামে রাজা অসুর সন্ততি ॥১১৯
শাল্বনামে আছিল তার জ্যেষ্ঠ সহোদর।
কৃষ্ণে তাকে মারিলেক করিআ সমর ॥১২০
দৈবগতি ভ্রমিতে ভ্রমিতে খিতিতলে।
তথা মিলিলেক অনুসাল মহাবলে ॥১২১
দ্বারে থাকি কৃষ্ণক দেখিআ পাপমতি।
পুর্ব্বতাপ স্মরিআ জে ক্রোধ হইল অতি॥১২২
শুন শুন সন্য মোর ভাগ্য বহুতর।
কৃষ্ণক দেখিলু মোর নয়ন গোচর ॥১২৩
এহি সে মারিল মোর ভাই শাল্ব রাজা।
জাহার কারণে কান্দে মোর সব প্রজা ॥১২৪
দ্বারাবতী এড়িল সব বন্ধুগণ সনে।
এথাতে আইল কৃষ্ণ আনিলেক মনে ॥১২৫
আজ কথা জাইব কৃষ্ণ মারিবেক তাকে।
জিনিহু জাদব সন্য জেহেন বরাকে ॥১২৬
কৃষ্ণের কারণে যুঝিবেক ধনঞ্জয়।
যুঝিবেক ভীমসেন ধর্ম্ম মহাশয় ॥১২৭
সহদেব নকুলেহ করিব সংগ্রাম[১]।
(২) সকল বীরের আজু লুকাইমু নাম॥১২৮
(৩) যুদ্ধ বড় হইবেক কহিলুম নিশ্চয়।
(৪) সর্ব্ব সৈন্য ব্যূহ কর না চিন্তিয় ভয়॥১২৯
(৫) গৃধ্র ব্যূহ করিআ রচিল আকার।
(৬) ডাকি বোল সর্ব্ব সৈন্য নিদেশ আজ্ঞার ॥১৩০
জাহার সম্মুখে আসি মিলে দামোদর[৭]।
(৮) তাহারে ধরিতে কেহ না হইয় কাতর ॥১৩১
(৯) জেই বীরে পারে আজু কৃষ্ণে ধরিবারে
(১০) অর্দ্ধরাজ্য দিমু মুঞি সে সব বীরেরে ॥১৩২
১১) ক্ষেমিমু তাহার সহস্রেক অপরাধ।
(১২)জেই মাগে সেই দিমু তাহারে প্রসাদ॥১৩৩
১৩) সত্য সত্য বোলম মুঞি শুন সৈন্যগণ
(১৪) তার মোর সমভাগ আসন বৈসন॥১৩৪
১৫) জে জন ধরিতে নারে কৃষ্ণ দামোদর।
(১৬) তাকে পাঠাইয়া দিমু যমের নগর ॥১৩৫
পুত্র বা হউক ১৭মোর হও বন্ধুগণ।
(১৮)জেই এড়ে কৃষ্ণ তাকে করিমু নিধন॥১৩৬
এহি সমবায় করি অনুশাল বীর।
ঘোড়ার নিকটে ১৯মিলে নির্ভয় শরীর ॥১৩৭

---

(১) • সংগ্রামএ।
(২) সকল বীরেরে হেন ডাকিয়া বোলয় ॥
(৩) মুঞি জাম ঘোড়া হরিবার তরে।
(৪) সর্ব্ব সৈন্য ব্যূহ করি করহ সমরে ॥
(৫) গৃধ্র ব্যূহ বিরচিল সৈন্য আপনার।
(৬)ডাকিয়া বোলে সৈন্য শুন নিদেশ আজ্ঞার ॥
(৭) • গদাধর।
(৮) সেই বীরে ধরহ তারে না হইয় বিকল ॥
(৯) যে জনে কৃষ্ণেরে পারে ধরিবার।
(১০) অর্দ্ধরাজ্য দিবা তারে কহিলাম সার ॥
(১১) ক্ষেমিমু তাহার মুঞি সহস্র অপরাধ।
(১২)সত্য সত্য বোলো মুই তাহাত নাহি বাদ ॥
(১৩) দ্বিতীয় পুস্তকে এই কলিটী নাই।
(১৪) তার মোর ভাগ করিয়া অসন।
(১৫) জে জনে ধরিতে পারে দেব নারায়ণ।
(১৬) দ্বিতীয় পুস্তকে এ কলিটী নাই।
(১৭) • আর কিবা বন্ধুজন।
(১৮) জে জনে এড়এ কৃষ্ণ তাহার নিধন।
(১৯) • আসি মিলে ধীরে ধীর।

আনে লক্ষিবারে না পারিল কদাচিত।
অনুসাল রাজা চলে ঘোড়ার পৃষ্ঠিত১ ।১৩৮
বিদ্যুত ছুটকে[২] ঘোড়া লইআ জাএ ধরি
(৩) লক্ষিতে না পারে কেহ পাইক
পহরি ॥১৩৯
ঘোড়া লইআ [৪]নিজবলে আইল ত্বরমাণ।
আপনে দেখিল[৫] ধর্ম্মরাজা বিদ্যমান॥১৪০
যদুসৈন্য পাণ্ডুসৈন্য মহা মহা রথী।
দেখিতে আছএ ঘোড়া নিল বাউগতি॥১৪১
মহা কোলাহল হইল মহা[৬] চমৎকার।
(৭) একি একি বোলে সর্ব্ব সৈন্য
পরিবার ॥১৪২
পাণ্ডবের ঘোড়া নিল অনুসালে ধরি।
আপনে যুঝিতে সাজে দেব নরহরি[৮]॥ ১৪৩
দারুক সারথি আনি জোগাইল রথ।
(৯) ক্রোধ তাক আরোহিল কৃষ্ণ
মহাসত্ব ॥১৪৪
পাঞ্চজন্য মহাশঙ্খ ধরি দুই হাতে।
আপনে বাহন্ত[১০] শঙ্খ ত্রিভুবন নাথে॥১৪৫
(১১) শঙ্খ রব শুনিআ বৃক্ষের হইল কম্প।
(১২) জলচর সবে শুনি জলে দিল ঝম্প ॥১৪৬
(১৩) [সে শব্দে অসুর সবে ব্যাপহ না ধরে।
অল্পপ্রাণি সকলের হৃদয় বিদরে ॥] ১৪৭
তবে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠির রাজাত[১৪] বোলন্ত।
তোর[১৫] ঘোড়া হরে অনুসাল বলবন্ত ॥১৪৮
(১৬) [না চিন্তিয় মনে অতি শুন নরপতি।
মণ্ডপ রাখিআ থাক সাবধান মতি ॥১৪৯
তোহ্মার পক্ষেত থাউক সাত্যকী সুমতি।
অনিরুদ্ধ আর জোবন্বাশ নরপতি ॥] ১৫০
কৃতবর্ম্মা সহদেব নকুল কুমার।
মেঘবর্ণ সমে অর্দ্ধ[১৭] সৈন্য পরিবার॥১৫১
(১৮) অনুসাল জিনিবারে আহ্মি জাই রণে।
(১৯) তিল মাত্র নরপতি না চিন্তিয় মনে॥১৫২
আহ্মার সহিতে[২০] আইসউক বীর ধনঞ্জয়।
মহাবীর ভীমসেন২১ সমরে নির্ভয় ॥১৫৩
প্রদ্যুম্ন আইসউক আর অনিরুদ্ধ[২২] বীর।
(২৩) সট নিসট আর বৃষকেতু ধীর ॥১৫৪।
(২৪) অনাধিষ্টি নৃপতি আইসউক মোর সনে
(২৫) অর্দ্ধ সৈন্য আইসউক যুদ্ধ করিবার
মনে ॥১৫৫

---

(১) • পিঠিত।
(২) ০ আকারে •
(৩) রক্ষিতে •
(৪) • ত্বরমাণে জাএ নিজস্থান।
(৫) • দেখয়ে •
(৬) • সৈন্য ০
(৭) একত্রে নিকলে ধর্ম্মসৈন্য পরিবার।
(৮) • শ্রীহরি।
(৯) ক্রোধে আরোহণ করে আপনে মহাসত্ব।
(১০) • বাহএ •
(১১) শঙ্খের শবদে পৃথিবী হএ কম্প।
(১২) জলচর স্থলচর হইল সব কম্প।
(১৩) [ ] বন্ধনীর অংশ দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।
(১৪) • রাজাক •। (১৫) মোর •
(১৬) [ ] বন্ধনীর অংশ দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।
(১৭) • আর •।
(১৮) অনুশাল্ব জিনিবার আহ্মি জাইব রণে।
(১৯) কিছু তুমি • (২০) ০ সংহতি রহোক •।
(২১) • ধনঞ্জয় • (২২) • বৃষকেতু •
(২৩) সব সৈন্য চলে তবে রণে হইয়া স্থির।
(২৪) অনাধৃষ্টি সেনাপতি আইসউক মোর সঙ্গে।
(২৫)যত সব মহা সৈন্য আইসোক যুঝিবার রঙ্গে

এহি সমবায় করি কৃষ্ণ মহামতি।
যুদ্ধ হেতু ১সাজিলেক ক্রোধ হইয়া অতি ॥১৫৬
তবে কৃষ্ণে২ কর্পূর তাম্বূল লইয়া৩ করে।
(৪) আপনার সৈন্য ডাকি বোলে উচ্চৈঃস্বরে ॥১৫৭
শুন আরে৫ বীরগণ মোহর৬ বচন।
(৭) অনুশাল জিনিতে করিবা মহারণ ॥১৫৮
ব্যাপহ করিব৮ কোনে ঘোড়া আনিবার।
(৯)সে আসি তাম্বূল হস্তের গ্রহ আহ্মার॥১৫৯
কৃষ্ণের বচন হেন শুনিআ কলাপ১০।
(১১) নিশবদে বীরে রহ বিনে বীরদাপ॥১৬০
(১২) প্রদ্যুম্ন কুমারে আসি বোলে ত্বরমাণ।
(১৩)লইল তাম্বূল হাত হোতে বিদ্যমান॥১৬১
(১৪) মুঞি একেশ্বর অনুসালক সংহারি।
আনিমু যজ্ঞের ঘোড়া ১৫তাহাত উদ্ধারি ॥১৬২
(১৬) সময় নাহিক আর চলিলু সমরে।
(১৭) এ বুলি প্রদ্যুম্ন বীরে সিংহনাদ করে ॥১৬৩
(১৮) [আরোহি আপন রথ ধনু টঙ্কারিয়া।
সমরেত জাএ বীর বাপ প্রণমিয়া ॥১৬৪
একেশ্বর জাএ বীর করিবারে রণ।
তা দেখিআ কৃষ্ণে শুনি বোলন্ত বচন ॥১৬৫
পুনরপি তাম্বূল লইল আহ্মি করে।]
১৯)নয়ন ও মন দিয়া চাহ সব ধনুর্দ্ধরে ॥১৬৬
(২০) প্রদ্যুম্ন সহাএ হইআ যাবারে সমরে।
(২১) কোন বীর যাইবা রণে পৌরুষ অপারে ॥১৬৭
সে আসিআ ২২হাতের মোর গ্রহ তাম্বূল।
২৩) যশে তনু বাড়াই তেহ যত যদুকুল ॥১৬৮
কৃষ্ণের বচন শুনি কর্ণের নন্দন।
হাসিতে হাসিতে বৃষকেতু ততক্ষণ ॥১৬৯
*কৃষ্ণের জে ২৪হাত হোতে তাম্বূল গহিল।
(২৫) আহ্মি রণে যাইমু হেন প্রতিজ্ঞা করিল ॥১৭০

---

(১) • চলিলেক হইয়া ক্রোধ মতি।
(২) • কৃষ্ণ • (৩) • লইলেক •
(৪) আপনে সৈন্যেরে •। (৫) • তবে•
(৬) • আহ্মার •।
(৭) অনুশাল্ব জিনিয়া করিবা •
(৮) কেবা পারএ • (৯) সে আসিয়া তাম্বূল লয়ত আহ্মার। (১০) • প্রতাপ।
(১১) নিঃশব্দ সর্ব্ব বীর বোলে বীরদাপ।
(১২) প্রদ্যুম্ন উঠিল তবে দেখ বিদ্যমান।
(১৩) গ্রহিলেক তাম্বূল হাতে হোতে ত্বরমাণ।
(১৪) মুঞি আজি অনুশাল্ব •
(১৫) • হাতে হাতে ধরি।
(১৬) সন্তোষ হইয়া কৃষ্ণ চলিলা সমরে।
(১৭) এ বুলিয়া প্রদ্যুম্নে •
(১৮) [ ] বন্ধনীর অংশ দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।
(১৯) নয়ন থাচিয়া চাহে সর্ব্ব ধনুর্দ্ধর।
(দ্বিতীয় চরণ নাই)
(২০) প্রদ্যুম্ন সহায় তবে যুদ্ধ করিবারে।
(২১) আর কোন বীর জাইবা বোলহ আমারে।
(২২) • করহ তাম্বূল গ্রহণ।
(২৩) সে আসিয়া হও মোর বিদ্যমান।
(*) এই কলির পূর্ব্বে দ্বিতীয় পুস্তকে,—
আসিয়া তাম্বূল তবে করিল ভক্ষণ।
(২৪) • হাতে •
(২৫) মুঞি জাইমু রণে নির্ভয় বুলিল।

প্রতিজ্ঞা শুনহ১ এবে দেব দামোদর।
(২)অনুসাল আনি দিমু তোহ্মার গোচর॥১৭১
ব্রাহ্মণী গমনে শূদ্রের৩ যত হএ পাপ।
(৪)মুঞি নিজে লভম গিয়া সে সব সন্তাপ॥১৭২
শ্রাদ্ধ ভুক্ত৫ বিপ্র না ভুঞ্জাইলে জে নারক।
(৬) মুঞি নিজে লভম গিয়া সে সব পাতক॥ ১৭৩
ঋতুকালে ভার্য্যা৭ পরিহরে জে যুবক।
বেদে বুঝাইয়া আছে৮ জে সব নারক॥১৭৪
(৯) সে সব নারক হৌক প্রতিজ্ঞা ধরিনু
প্রদ্যুম্ন সহাএ মুঞি১০ সমরে জাইমু॥ ১৭৫
তাহার প্রতিজ্ঞা শুনি দৈবকীনন্দন।
হাতেত তাম্বূল১১দিআ কৈল আলিঙ্গন॥১৭৬
কৃষ্ণ প্রণমিআ জাএ১২ করিতে সমর।
মহাশঙ্খ বাহে কর্ণ পুত্র ধনুর্দ্ধর॥ ১৭৭
(১৩) [আপনার বলে বীর করিল টঙ্কার।
পরবল প্রবেশিল করি অহঙ্কার]॥১৭৮
(১৪) দুই বীর গিআ পরবল প্রবেশিল।
বাণ বৃষ্টি করি সব১৫ সৈন্য সংহারিল॥ ১৭৯
(১৬) অনুসালে দেখি নিজ সৈন্য পরাভব।
(১৭) প্রদ্যুম্ন ধাইআ আইল করি শঙ্খ-রব॥ ১৮০
ডাকি বোলে অনুশাল শুনরে বচন।
(১৮) হিত উপদেশ শুন কৃষ্ণের নন্দন॥১৮১
(১৯) তুমি জানি পঞ্চবাণ হও কামদেব।
(২০) যুবতী সকলে তোমা করে নিত্য সেব॥ ১৮২
(২১) হর চক্ষু আনলে হইল অনঙ্গ।
(২২)তবে পুনি গেল হর পার্ব্বতীর সঙ্গ॥১৮৩
(২৩) তবে পুনি আসিআ মিল আর বার।
রুক্মিণী উদরে জন্ম হইল তোমার॥ ১৮৪
(২৪) স্বয়ম্বরে হরে তোর মায়া রতি নারী।
(২৫) সেই নারী লইআ তোমার ঘর-কারী॥ ১৮৫
সে সব পাপের আজু ফল পাইবার।
মিলিল আসিআ তুমি বিদিতে আহ্মার॥১৮৬
(২৬)যথাতে তপস্বী বৈসে প্রতিষ্ঠিত নারী।
(২৭)হইবা তথা গিআ তুমি অধিকারী॥১৮৭
(২৮) কেমত সাহস তোর বীর হেন ধর্ম্ম।
রথ এড়ি ২৯কামদেব কর নিজ কর্ম্ম॥১৮৮

---

(১) • শুন মোর •।
(২) অনুশাল্বে আনে আজি •
(৩) • হএ যতেক (৪) মুঞি বীরে রহউক এমন নরক। (৫) • বিপ্রের ভুঞ্জিলে যত পাপ। (৬) মুঞি বীরে রহউক সে সব সন্তাপ। (৭) • পরিহরিলে যতেক নরক।
(৮) • তার সব পাতক।
(৯) সেই নরক হউক প্রতিজ্ঞা ধরিলুম।
(১০) • প্রতিজ্ঞা করিলুম। (১১) হাতের•
(১২) • গেল • (১৩) [ ]-দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।
(১৪) দুই বীরে গিয়া পরসৈন্যে
(১৫) • বহু •
(১৬) অনুশাল্বে দেখিলেক সৈন্যের পরাভব।
(১৭) তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া বীরে করে শঙ্খরব।
(১৮) হিত বাক্য বোলো তোরে •
(১৯) তুই জান •।
(২০) যুবতি সারিতে তুহ্মি নিতি কর সেব।
(২১) হরের নয়ন হোতে হইলা অনঙ্গ।
(২২) যবেত মিলিল •।
(২৩) তবে কৃষ্ণ ঘরেত আসি আর বার।
(২৪) স্বয়ম্বরে নিলেক তোর মায়া রতি।
(২৫) হেন নারী লইয়া তুহ্মি করহ বসতি।
(২৬) যথা তপস্বী তথা পতিব্রতা নারী।
(২৭) অবিবেক কথা যথা তুমি অধিকারী।
(২৮) সমর সাহস তোর না হএ ধর্ম্ম।
(২৯) • কাম কর লইয়া নিজ ধর্ম্ম।

পুষ্পবাণ হাতে লৈয়া ১ চল আপনার।
(২) যথা নারীগণে করে রতি ব্যবহার ॥১৮৯
(৩) [পৃথিবীতে পাও দিআ না মর কুমার।
আহ্মারে অগ্রেতে আজু নাহিক নিস্তার॥]১৯০
অনুসাল বচন শুনিয়া মহাবীর।
(৪) ক্রোধে দুইগুণ বীর্য্য বাড়িল শরীর ॥১৯১
(৫) পঞ্চ গোটা বাণ জুড়ি মারিলেক কোপে।
(৬) অনুশাল উদ্দেশিআ মারিল আটোপে॥১৯২
(৭) অনুসালে আর বাণ করিল সন্ধান।
(৮) পথে পঞ্চবাণ কাটি কৈল থান থান॥১৯৩
আর তীক্ষ্ণ বাণ তবে ৯গুণেত সান্ধিল।
আকর্ণ পূরিআ ১০বাণ হৃদয়ে গাড়িল॥১৯৪
পরম বেদনা ১১ পাইল রুক্মিণীনন্দন।
(১২) মুর্চ্ছিত হইআ বীর পড়ে ততক্ষণ॥১৯৫
(১৩) বাউ প্রাএ রথ ভ্রমে না হইল স্থির।
সিংহনাদ করে অনুসাল মহাবীর ॥ ১৯৬
কৃষ্ণের সমুখে ১৪ আসি প্রদ্যুম্ন ১৫মিলিল।
(১৬)তা দেখিআ কৃষ্ণমনে লজ্জাএ জড়িল।১৯৭

---

(১) • করি •
(২) যথা তথা থাকে সে করে ব্যবহার।
(৩) [ ] বন্ধনীর অংশ দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।
(৪) ক্রোধে বীর্য্য বাড়িলেক নির্ভর শরীর।
(৫) বাণ তবে জুড়িয়া অধিকোপে।
(৬) অনুশাল্ব বিন্ধে বীর করিয়া •
(৭) অনুশাল্ব বীরে তবে করিয়া •
(৮) সেই বাণ কাটি বীরে করে দুই থান।
(৯) • গুণেত যুড়িল।
(১০) • তার হৃদয়ে •
(১১) • যন্ত্রনা •
(১২) মুর্চ্ছিত হইয়া পড়ে ততক্ষণ।
(১৩) বাণ ঘায়ে রথ ভ্রমাএ না হয়ে স্থির।
(১৪) • সাক্ষাতে • (১৫) • পড়িল।
(১৬) তাহারে দেখিয়া কৃষ্ণ লজ্জা বড় পাইল।

ক্রোধে তারে ১৭করে কৃষ্ণ চরণ প্রহার।
ভর্চ্ছিতে লাগিল কেহ্নে ১৮বর্ত্তি আইলে ছার॥১৯৮
রুক্মিণীএ ১৯ কেহ্নে তোকে উদরে ধরিল।
গর্ভপাত হইয়া কেহ্নে২০তুঞি না মরিল ॥১৯৯
শিশুকালে তোহ্মারে হরিল স্বম্বর।
(২১)কিকারণে জিআইলে না গেলে যমঘর॥২০০
(২২) [তুহ্মি পুত্রে হেন আহ্মি হতপুত্র হইল।
হস্তের তাম্বুল আসি কিসকে গ্রাহিল॥]২০১
(২৩)তুঞিঁ পুত্রে লজ্জা আহ্মি লভিলাম রণে।
হেন অহঙ্কার২৪ পুত্র কৈল কি কারণে॥২০২
অখনে জানিলু তুঁঞি পুত্র না জন্মিল।
রণ হোতে পাপমতি কেহ্নে নিবর্ত্তিল ॥২০৩
দূর অপসর ২৫ মূঢ় চল জায় বন।
মুনি হইয়া ২৬থাক ফল মূলের ভক্ষণ ॥ ২০৪
(২৭) [বনবাসী হয় তুহ্মি কর গিয়া তপ।
বীর পথ এড়ি বনে কর মন্ত্র জপ ॥২০৫
প্রতিদ্বন্দ্বি মুনিগণে তোহ্মাকে দেখিআ।
ভস্ম করিবেন্ত ততক্ষণে শাপ দিয়া ॥ ২০৬
তোহোর জীবনে ফল নাই কিছু আর।
তুহ্মি পুত্রে ধিক২৮থাউক কুলের অঙ্গার॥২০৭

---

(১৭) • করিলেক চরণ •
(১৮) • নিবর্ত্তিলা ঘর।
(১৯) • কিসের তোরে • (২০) • তুহ্মি •
(২১) • কেহ্নে জিয়াইল না পাঠাইল •
(২২) [ ] বন্ধনীর অংশ দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।
(২৩) তুই পুত্র হেতু মুই লাজ পাইল রণে।
(২৪) • পূর্ব্ব কর •
(২৫) • তুহ্মি চলি জাও বন।
(২৬) • তপস্যা কর গিয়া মুনি স্থান।
(২৭) [ ] বন্ধনীর অংশ দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।
(২৮) • মোর রাখিলে খোয়ার।

এ হেন বচনে কৃষ্ণ ১ পুত্রকে বর্ণন্ত।
ভীমসেন আসি তবে বচন ২ বোলন্ত ॥২০৮
না বোল না বোল কৃষ্ণ বাক্য অনুচিত।
তোহ্মার উচিত পুত্র সমর ৩ পণ্ডিত ॥ ২০৯
(৪) ত্রাসে ভঙ্গ দিআ নাইল তোমার নিকট
(৫) কদাপিহ নাহি তার সমরে সঙ্কট ॥২১০
বাণ ঘাএ রথ আইল দেখি ৬ বিদ্যমান।
(৭)তখনে আপনে আইল হইআ ত্বরমান॥২১১
(৮) ক্রোধ বেশে হইআ কৃষ্ণ তাড়িল চরণে।
পর দুঃখ না ভাবিয়া ৯ মার কি কারণে ॥
তাহাকে ১০ না বোল মন্দ শান্ত কর চিত্ত।
(১১)তোহ্মার উচিত পুত্র সংগ্রামেপণ্ডিত॥২১৩
ভীমে যদি বলিলেক ১২ এ হেন বচন।
লজ্জিত হইল তবে ১৩ দৈবকীনন্দন ॥২১৪
(১৪) ভীমেরে আদেশ কৈল চলহ সমরে।
(১৫) প্রদ্যুম্ন ক্ষেমিলু মুঞি তোহ্মারউত্তরে॥২১৫
(১৬) কর্ণপুত্রে হেরে দেখ পৌরুষ করন্ত।
একেশ্বর শিশু পরবল ১৭ সংহারন্ত ॥ ২১৬
না কর বিলম্ব ভীম চলহ সত্বর।
তিন জন এক হইয়া করহ সমর ॥ ২১৭
(১৮) কৃষ্ণের বচনে ভীম অতি শীঘ্রগতি।
হাতে গদা লৈয়া জাএ হইআ পদরথী॥২১৮
(১৯) যমদণ্ড সমরূপে রণে প্রবেশিল।
উরুবেগে ২০ব উ করি রথ উড়াইল ॥ ২১৯
দুই হাতে গদা ২১ লৈআ প্রহার করন্ত।
(২২) চূর্ণীকৃত করি রথ রথী সংহারন্ত॥ ২২০
(২৩) রথের সারথি সমে রথ কৈল চুর।
চরণ প্রহারে মারে বাহিনী প্রচুর ॥২২১
[*]ভীমের প্রহারে শতে শতে সৈন্য পড়ে।
বড় বড় গজ২৪ সব ভূমিতলে পড়ে ॥ ২২২
[†] ধ্বজ পতাকা কাটি পাড়ে ভূমিতলে।
তীক্ষ্ণ বাণ মারি করে বিপক্ষ বিকলে॥২২৩
ভীমে যুদ্ধ করে দেখি কর্ণের নন্দন।
ডাকিআ বোলন্ত তবে মধুর বচন ॥ ২২৪
আহ্মি পুত্র আগে আইস সৈন্য মারিবার।

---

(১) • প্রদ্যুম্ন তর্জন্ত।
(২) • কৃষ্ণেত • (৩) • সমরে •
(৪) ভয়ে ভঙ্গ হইয়া •
(৫) সমরেত নাহি তার কদাপি সঙ্কট।
(৬) • দেখ •
(৭) এখনে আপনে বীর ছিল মুর্ত্তিমান।
(৮) ক্রোধবশ • (৯) • জান •
(১০) তাহারে •
(১১) প্রদ্যুম্ন সমান বীর কেবা পিতিত।
(১২) • বুলিলেন্ত • (১৩) • গোবিন্দ তখন।
(১৪) ভীমক নিদেশ কইল চলহ সত্বরে।
(১৫) প্রদ্যুম্নেরে ক্ষেমিলু দোষ •
(১৬) কর্ণ পুত্র দেখি বড় •
(১৭) • নিবারন্ত।
(১৮) কৃষ্ণের আদেশে ভীম চলে •
(১৯) দণ্ড হস্তে যম সম যেন সৈন্য প্রবেশিল।
(২০) • বহুতর সৈন্য উড়াইল।
(২১) • ধরি ক্রোধে পালায়ন্ত।
(২২) সেই গদার ঘাএ গজ সংহার করন্ত।
(২৩) রথি সারথি সমে রথ করে চুর।
[*] এই চিহ্নিত স্থানের পুর্ব্বে দ্বিতীয় পুস্তকে নিম্নলিখিত পদগুলি দেখা যায়,
গজ অশ্ব মারিলেন্ত গদার প্রহারে।
চুর্ণ করিল অশ্ব সহস্র একবারে ॥
বড় বড় গজদন্ত ধরিয়া উপাড়ন্ত।
এক গজ লইয়া আর গজ সংহারন্ত ॥
রথি সারথি সমে রথ করে চুর।
চরণ প্রহারে পড়ে সৈন্য প্রচুর ॥
(২৪) • মত্ত গজ ভূমি •
[†] এই স্থানের পুর্ব্বে দ্বিতীয় পুস্তকে ;—
ক্ষোভিল সকল সৈন্য ভীম মহাবলে।
ভীমে যুদ্ধ করে দেখএ নারায়ণে ॥

মারিতে আছিএ সৈন্য অগ্রেতেতোহ্মার॥২২৫
কোন অপৌরুষ মোর দেখিলা সমরে।
আপনে আসিলা কেহ্নে রণের ভিতরে॥২২৬
পৃথিবীর সৈন্য যদি হএ একত্তর।
তবে সে উচিত হএ তোহ্মার সমর॥২২৭
অল্প সৈন্য এহি আহ্মি শিশুর উচিত।
তুহ্মি আসি অকীর্ত্তি রাখিলা পৃথিবীত॥
যুঝিবার তরে পুত্র জাকে বরিলেক।
আপনে আসিয়া ভীম তাকে মারিলেক॥২২৯
হাসিতে হাসিতে ভীম দিলেক উত্তর।
বৃষকেতু বচন শুনিয়া বৃকোদর॥২৩০
পাকা তাল ফল শুচি কোমল দেখিয়া।
খাইবারে পুত্রে তাকে বাপে দেন্ত নিয়া॥
এহি শিশু শাসি আজু দিনু তোর করে।
অনুসাল উদ্দেশিয়া চলিল (লু` সত্বরে॥]*২৩৩
(১) এ বুলিআ ভীমসেন গেল ত্বরমাণ।
পদভরে২ রথ রথী মহী কম্পমান॥২৩৪
অনুসালে দেখে আইসে ভীমসেন।
(৩)হাতে দণ্ডধরি জেন যমআইসে তেন॥২৩৫
সম্ভ্রম৪ করিয়া তবে অসুরের পতি।
আকর্ণ পূরিয়া বাণ মারে৫ শীঘ্রগতি॥২৩৫
(৬) ভীমের হৃদএ এড়িলেক তীক্ষ্ণবাণ।
(৭) কবচ ভেদিআ তনু বিদারিল তান॥২৩৬
(৮) সে ঘাএ মূর্চ্ছিত হইল বীর বৃকোদর।
(৯) মূর্চ্ছিত হইআ পড়ে ভূমির উপর॥২৩৮
(১০)ক্রোদ্ধ হইআ আপনে চলিল যুদ্ধহেতু।
(১১) দারুক সারথি রথ চালাএ বাউ-
গতি॥২৬৮
(১২) হাতেত সারঙ্গ ধনু গোবিন্দ ধাবন্ত।
(১৩) অনুসালে দেখে কৃষ্ণ আপনে
আইসন্ত॥২৩৯
থাক থাক আইস১৪ কৃষ্ণ মোহোর বিদিত।
বড় পুণ্যে তোর লাগ পাইনু সন্নিহিত॥২৪০
মোর ভাই সাল্ব রাজা মারিলে জখন।
সমর কালেত মুঞি১৫ না ছিলু
তখন॥২৪১
(১৬) তোহোর সমুখে মুই ভীমক মারিলু।
(১৭) একবাণে পুত্র তোর বিমুখ
করিলু॥২৪২
(১৮) রক্ষি তার হইলা কৃষ্ণ দেখি
বিদ্যমানে।
(১৯) আজু খণ্ডাইমু মোর জথ অপ-
মানে॥২৪৩

---

* বন্ধনী মধ্যস্থিত অংশ দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।
(১) এত রণ করে ভীম অতি ত্বরমাণ।
(২) • থর থর ভূমি •
(৩) হাতে গদা দণ্ড ধরি যম সম হেন।
(৪) সম্ভ্রম পাইয়া অসুর নরপতি।
(৫) •এড়ে•
(৬) ভীমের হৃদয়ে এড়িলেক বাণ।
(৭) কবচ ভেদিয়া সব করিল খান খান।
(৮) সেই ঘাএ মূর্চ্ছিত হইল বৃকোদর।
(৯) ভূমেতে পড়িল ভীম দেখে দামোদর।
(১০) ক্রুদ্ধ হইয়া আপনে চলিল দামোদর।
(১১) দারুক সারথি চালাএ রথবর।
(১২) হাতে সারঙ্গ করি যুঝিবারে আরম্ভ।
(১৩) অনুশাল্বে দেখিলেক কৃষ্ণ মিলন্ত॥
(১৪) • কৃষ্ণ আজি • (১৫) • মুই •
(১৬) তোহ্মাকে বিদিতে ভীমক মারিল।
(১৭) • তোহ্মারে •
(১৮) যতকাল করিয়াছ বীর দাপ।
(১৯) আজ সব খণ্ডাইমু মনের সন্তাপ॥

(১) দ্বারাবতী পুরীত না জাইব দামোদর
(২) বন্ধুগণে না দেখিবা নয়ন গোচর ॥২৪৪
কালে পাইল মোর আগে মিলিলা আসিয়া।
(৩) মারিব পাণ্ডব আগে তোহ্মা সংহারিয়া ॥ ২৪৫
(৪) এ বুলিআ অনুসালে জোড়ে পঞ্চবাণ
(৫) চারি বাণে চারি ঘোড়া বিন্ধিল তাহান ॥ ২৪৬
(৬) বাণবেগে ত্রস্ত ঘোড়া রথ গেল দুর।
(৭) কৃষ্ণক না দেখে অনুসাল মহা-স্থুর ॥ ২৪৭
(৮) মনে ভাবে অনুসাল ইকি বিপরীত
(৯) অখনে দেখিলু কৃষ্ণ গেল আচ-ম্বিত ॥ ২৪৮
(১০) কেমন— — মুই কৈনু কোনকালে
(১১) মোহোর রাজ্যের প্রজা অধর্ম্ম সে পালে ॥ ২৪৯
(১২) শূদ্রে কিবা মোর রাজ্যে হরিল ব্রাহ্মণী।
(১৩) কন্যা বিক্রি হই লোভ ধন হেন জানি ॥ ২৫০
(১৪) অথবা মোহর গৃহে ভার্য্যা পুত্রগণ।
অতিথির পূজা না করিল কদাচন ॥২৫১
(১৫) রজস্বলা নারী কিবা কোন মূঢ়নরে।
(১৬) সম্ভোগ করএ কিবা রাজ্যের ভিতরে ॥ ২৫২
(১৭) এহি হেতু কৃষ্ণ মুক্তি না দেখম রণে
(১৮) মহাবীর অনুসাল ভাবে মনে মনে ॥ ২৫৩
আইস আইস কৃষ্ণ মোর নয়ন গোচর।
মোক্ষ বর ১৯ মাগম মুক্তি দেব দামোদর ॥ ২৫৪
(২০) এহি বোল বুলি ডাকে করি বীরদাপ
(২১) আইস আইস করি ডাকে বচন কলাপ ॥ ২৫৫
(২২) হেনকালে কৃষ্ণ আসি হইল বিদ্যমান

---

(১) আর দ্বারাবতী না জাইবা দামোদর।
(২) আর বন্ধু •
(৩) সত্বরে চলহ যমের পুরী উদ্দেশিয়া।
(৪) এ বুলিয়া অনুশাল্ব এড়ে চারি বাণ।
(৫) চারি ঘোড়া রথের বিন্ধিয়া পাড়ে ত্বরমাণ।
(৬) বাণের বেগে ঘোড়া রথ গেল দুর।
(৭) কৃষ্ণক না দেখি বিদ্যমানে সে অসুর।
(৮) মনে ভাবে অনুশাল্ব এহি পরতেক। (?)
(৯) কথা গেল কৃষ্ণ না দেখিএ তাক।
(১০) ঋনম দুষ্কৃতি মুই কৈলু কোন অপরাধ
(১১) মোর রাজ্যে প্রজাএ কিবা করে ধর্ম্মবাদ।
(১২) শূদ্রে কিবা হরে মোর রাজ্যের ব্রাহ্মণীক
(১৩) কন্যা বিক্রয় করে অল্প প্রজা কিক।
(১৪) পুস্তকান্তরে এ কবিতাটী নাই।
(১৫) রজস্বলা নারী কিবা হরে প্রজা জনে।
(১৬) সুরাপান করে কিবা অধার্ম্মিক জনে।
(১৭) এহি হেতু কৃষ্ণ কিবা না (দে)খোন রণে।
(১৮) কথা গেল কৃষ্ণ না পাই কি কারণে।
(১৯) • মাগো মুক্তি •
(২০) এহি বোল বুলি বীর দাপ করে।
(২১) আইস আইস কৃষ্ণ হেন ডাকে উচ্চস্বরে
(২২) হাসিতে হাসিতে ধনু করিলে সন্ধান।

হাসিয়া হাসিয়া ধনুর্গুণে দিল টান ॥ ২৫৬
তিন বাণ মারিলেক উদ্দেশে [১] হৃদয়।
২অনুসাল পরে বান কাটিল নিশ্চয় ॥ ২৫৭
৩ তান বাণ কাটিয়া জে অশ্বরের পতি।
৪উচ্চস্বরে উপহাস করে মহামতি ॥ ২৫৮
কাটিলু তোহ্মার বাণ মুঞি কুতূহলে [৫]।
মোর এক বাণ এবে সহ মহাবলে [৬] ॥২৫৯
৭ এ বুলিআ অনুসালে টঙ্কারিল ধনু।
খুর বাণে বিন্ধিলেক গোবিন্দের তনু ॥২৬০
৮ সেই বাণে কৃষ্ণদেব হইল অচেতন।
৯ রথের উপরে কৃষ্ণ করিল শয়ন ॥ ২৬১
১০ কৃষ্ণক সম্মোহ দেখি দারুক সারথি।
১১রথ বাহুড়াইআ জাএ অতি শীঘ্রগতি॥২৬২
১২ জথা আছে যুধিষ্ঠির রাজা মহামতি।
১৩কৃষ্ণের মহিষীগণ জথাত আছন্তী ॥ ২৬৩
১৪ তথা লইআ গেল রথ অতি ত্বরমাণ।
১৫ এথা—করে অনুসাল বলবান ॥ ২৬৪

১ প্রদ্যুম্ন সম্মোহ রণে মোহর গোচর।
২ পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিআ গেল দেব দামোদর॥২৬৫
এথাত[৩] পাণ্ডব সৈন্য হইল অস্থির।
প্রাণ লইআ পলায়ন্ত[৪] বড় বড় বীর ॥২৬৬
বাপ এড়ি পুত্র ধাএ পুত্র এড়ি বাপ।
৫ হাহাকার শব্দ উঠে খণ্ডে বীরদাপ ॥২৬৭
৬ পর্য্যাকুল নিরাকুল ধাএ চারি ধার।
৭ পবনে উড়াএ জেন পত্র অনিবার॥২৬৮
৮ মুচ্ছিত হইআ কৃষ্ণ জবে আইল ঘর।
৯ চমকিত সর্ব্ব সৈন্য হইল ফাঁফর ॥২৬৯
১০ কৃষ্ণের সম্মোহ হেন শুনিআ বচন।
১১হাহাকারে নিঃসরিল তান পত্নীগণ॥২৭০
সর্ব্বনারী বিলাপন্ত হইয়া তরাস।
১২সত্যভামা দেবীএ বুঝিল তান আশ॥২৭১
বৃষকেতু কর্ণপুত্রে প্রতিজ্ঞা ধরিল।
অনুসাল[১৩] জিনিবারে সভাতে বলিল॥২৭২
অনুসাল রাজা[১৪] যদি আপনে জিনন্ত।
১৫ কর্ণের নন্দনে তব নরকে পচন্ত ॥২৭৩

---

১ • উদ্দেশি •
২ অনুশাল্বে অর্দ্ধপথে কাটিল নিশ্চয় ॥
৩ তান বাণ কাটিয়া অসুর হরষ।
৪ উচ্চস্বরে উপহাস করিয়া বোলন্ত ॥
৫ • কুতূহল। ৬ • মহাবল ॥
৭ • অনুশাল্ব টান দিল ধনু।
৮ সেই ঘাএ মহাবীর হইল মুর্চ্ছামান।
৯ রথের সারথি তবে হইল ত্বরমাণ।
১০ কৃষ্ণের পরাজয়ে দেখি দারুক সারথি।
১১ রথ বাহুড়াইয়া কৃষ্ণ রাখে শীঘ্রগতি ॥
১২ তথা যুধিষ্ঠির রাজা মহাশয়।
১৩ কৃষ্ণের মহিষী যথাত বসএ।
১৪ দ্রুতে লইয়া গেল রথ ত্বরমাণ।
১৫ সিংহনাদ করে অনুশাল্ব বলবান ॥

১ প্রদ্যুম্ন সঙ্গে রহিল বীর বৃকোদর।
২ পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়া ঘরে আইল দামোদর ॥
৩ দেখিয়া •। ৪ • পলাইল •।
৫ হাহাকার সর্ব্বসৈন্য হরিল প্রতাপ।
৬ অনাকুল হইয়া বীর ধাএ চারি ধার।
৭ পরলোক হইল যেন পুত্র পরিবার ॥
৮ মোহিত হইয়া কৃষ্ণ আইল নিজ ঘরে।
৯ চমকিত সর্ব্বজন হইল ফাফরে ॥
১০ কৃষ্ণ মোহিত হেন শুনি নারীগণ।
১১ হাহাকার করি নিসেদে (নিষেধে) নারীগণ ॥
১২ সত্যভামা দেবী বুঝিল তার আশ।
১৩ অনুশাল্ব •। ১৪ সেই অনুশাল্ব যদি •।
১৫ কর্ণের নন্দন নিরকে পচন্ত। ?

১ এ কারণে নিবর্ত্তিল কৃষ্ণ মহাশয়।
২ বৃষকেতু রণ জিনিবেন্ত নিঃসংশয় ॥ ২৭৪
এত চিন্তি[৩] সত্যভামা দেবী গুণবতী।
৪ প্রবোধ হেতুএ কহে উটঙ্ক ভারতি ॥২৭৫
নির্বর্ত্তিল প্রদ্যুম্ন কুমার জে কারণ[৫]।
৬আপনে মারিলা তারে ভর্ৎসিলা তথন॥২৭৬
৭ অথনে আপনে কেহ্নে রণ পরিহরি।
পলাই ঘরেত আইলা দেব নরহরি ২৭৭
৮ অকীর্ত্তি রহিল তোহ্মার সংসার ভিতর।
উঠ উঠ দামোদর যুদ্ধ করিবার[৯] ॥* ২৭৮
১০ জদি ভয় পাইলা তুহ্মি অসুরের রণে।
১১চণ্ডী হইআ জাইমু যুদ্ধ করিবার মনে॥৭৯
১২ সৈন্য সমে অনুসাল সংহারিমু রণে।
১৩তুহ্মি ঘরে থাক ভয় না চিন্তিয় মনে॥৮০
দারুক সারথি রথ আন ত্বর[১৪] গতি।
১৫ সংহার করিমু অনুসাল নরপতি ॥ ২৮১

১ এ কারণে কৃষ্ণ রণ না কৈলআপনে।
২ বৃষকেতু অনুশাল্ব জিনিবেক রণে ॥
৩ এ বুলিয়া।
৪ প্রবোধ কৃষ্ণেরে বোলে উতঙ্ক ভারতি ॥
৫ • এহি রণে।
৬ প্রদ্যুম্ন মারিলা তাহারে কি কারণে ॥
৭ আপনে এথনে কেহ্নে •
৮ অপকীর্ত্তি সংসারেত রহিল শ্রীহরি ॥
৯ • করিবারে।
* কোন ভয় পাইয়া আইলা অনুশাল্বের ডরে ॥
১০ কোন ভয় পাইয়া তুহ্মি আইল প্রভু রণে।
১১ ঘরেত থাকিয়া প্রভু না চিন্তিলা মনে ॥
১২ চণ্ডী হইয়া জাইব আহ্মি যুদ্ধ করিবারে।
১৩ সর্ব্বসৈন্য অনুশাল্বের করিব সংহারে ॥
১৪ দারুক সারথি রথ আন শীঘ্রগতি।
১৫ সংহরিমু রণে মুই অসুর নৃপতি ॥

১ সত্যভামা দেবী জদি বলিল বচন।
লজ্জা বড় উপজিল[২] গোবিন্দের মন ॥২৮২
৩ [মোহ পরিহরি কৃষ্ণ অতি ত্বরমাণ।
রথ আরোহিআ কৈল রণেত পয়ান ॥২৮৩
এথা কৃষ্ণ জদি বিমোহিত হইল রণে।
তথনে আস্ফাল করে কর্ণের নন্দনে] ॥২৮৪
৪ সৈন্য সব চালাইআ সমরে সত্বর।
অনুসাল[৫] নৃপতিক ডাকে উচ্চস্বর ॥ ২৮৫
সংহারিলু রণে[৬] তোর সৈন্য পরিবার।
রহ রহ অনুসাল তেজি[৭] অহঙ্কার ॥ ২৮৬
৮ মোরে এড়ি কেহ্নে যুদ্ধ কর আন সমে।
মোর বাণে তোক আজি গ্রাসিবেক যমে ৮৭
এ বুলিআ[৯] মহাবীর কর্ণের নন্দনে।
আকর্ণ পুরিআ বাণ মারে[১০] ততক্ষণে॥২৮৮
১১ গাড়িল সপ্তত্তি বাণ হৃদয় তাহার।
১২ক্রোধ হইল অনুসাল আনল প্রমাণ॥২৮৯
১৩ বীরদাপ করিআ ধনুত জোড়ে সর।
১৪দশ বাণে ভেদিল তাহান কলেবর ॥ ২৯০

১ সভা মধ্যে বুলিল যদি এ হেন বচন।
২ আকুল হইল তবে গোবিন্দের মন ॥
৩ [ ] বন্ধনীর অংশ দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।
৪ সৈন্য সংহারিয়া রথ চালাও সত্বর।
৫ • অনুশাল্ব।
৬ • দেখ •। ৭ • তেজ • ॥
৮ মোকে এড়ি যুদ্ধ কেহ্নে কর অন্য সমে।
৯ এ বুলিয়া •। ১০ • সান্ধে • ॥
১১ গাড়িল বাণ সব যমের আকার।
১২ ক্রুদ্ধ হইল অনুশাল্ব অগ্নি অবতার ॥
১৩ বীরদর্প করিয়া ধনুত যোড়ে বাণ।
১৪ দশ শরে ভেদিলেক হৃদয় তাহান ॥

চারি বাণে চারি ঘোড়া গেল যমপুর[১]।
২ ধনু কাটি পাড়িলেক রথের উপর ॥২৯১
সারথির মাথা কাটি পাড়ে খুরশরে[৩]।
৪ খণ্ড খণ্ড কৈল রথ বিষম সমরে ॥ ২৯২
৫ লজ্জা পাইল রণে বৃষকেতু মহাবীর।
৬ বিরথী হইআ ভূমি পরে হইল স্থির ॥২৯৩
৭ পৌত্রক বিরথী দেখি অষ্ট লোকপাল।
৮ রবিএ পাঠাই দিল রথ তত: কাল॥২৯৪
৯ বরুণ সারথি রথ আনিল বিদিত।
১০ কর্ণপুত্র বৃষকেতু সমরে পণ্ডিত॥ ২৯৫
১১ বাণে আবরিল অমুসালকে সমরে।
১২ দিব্য রথ আরোহিআ সর বৃষ্টি করে॥৯৬
১৩ঘোড়া কাটিলেক তার কাটিল সারথি।
কাটিল[১৪] হাতের ধনু অতি শীঘ্রগতি॥২৯৭
১৫ বিরথী হইল রণে ভূমিতে পয়ান।
দুই হাতে রথখান[১] ক্ষেপিল তাহান॥ ৯৮
সমরে পণ্ডিত[২] বৃষকেতু মহাবীর।
দুই হাতে ধরে অমুসালের শরীর ॥২৯৯
আকাশে ক্ষেপিআ[৩] তাকে ভূমিত পড়িল।
৪ দুই হাতে স পুটিআ নৃপতি ধরিল ॥ ৩০০
মহাবেগে লইআ জাএ পুরীর ভিতর।
*সচোনে† জেহেন মৈউ লইআ জাএ দুরে॥
চক্ষিএ ক্ষে হেন শিশু মৃগেরে ধরন্ত।
অমুসাল লৈয়া বৃষকেতু বলবন্ত ॥ ৩০২
৫ কৃষ্ণের সাক্ষাত নিয়া তাকে ধরি দিল।
৬কৃষ্ণেরে প্রণমি তবে বচন বুলিল ॥ ৩০৩
৭প্রতিজ্ঞা সফল্য কৈলু তোহ্মার প্রসাদে।
অমুসাল আনি দিলু তোহ্মার অগ্রেতে ৩০৪
অমুসালে চক্ষু মেলি কৃষ্ণক দেখিলা।
৮ভূমিত পড়িআ বহু প্রণাম করিলা ॥৩০৫
স্তুতি করে অমুসাল[৯] মধুর বচনে।
১০ভজিলু শরণে কৃষ্ণ তোহ্মার চরণে॥৩০৬
১১ অনাদি নিধন কৃষ্ণ ত্রিভুবন সার।
১২অবতার হইছে খিতি ভার খণ্ডাইবার ॥

---

১ পাঠায় যম ঘরে।
২ ধ্বজ কাটি পাড়িলেক ভূমির উপরে॥
৩ • খুরশরে।
৪ খণ্ড খণ্ড রথ কাটি বিষম সন্ধানে॥
৫ লাজ পাইল বৃষকেতু মহাবীর।
৬ বীরদর্প হইয়া ভূমিত হইল স্থির॥
৭ পৌত্র দেখি রাখিলেক অষ্টলোকপাল।
৮ রবিএ পাঠাইয়া রথ দিলেক তৎকাল॥
৯ অরুণ সারথি সমে আইল বিদিত।
১০ কর্ণপুত্র বৃষকেতু আনন্দিত চিত্ত॥
১১ দিব রথ আরোহিয়া বাণ জাল করে।
১২ বাণে আবরিল অমুশালের শরীরে॥
১৩ ঘোড়া কাটিলেক রথের সারথি।
১৪ কাটিলেক •
১৫ বিরথী হইয়া দৈত্য পড়িল তরমাণ।

১ • রথে ধরি •   ২ সমর পণ্ডিত •
৩ ভ্রমাইয়া। ৪ সেই ঘাএ অমুশাল মুচ্ছিত হইল।
* দ্বিতীয় পুস্তকে এই কবিতাটি নাই।
† সচোনে—সাচান নামক বৃহৎকায় শীকারী পক্ষী
৫ কৃষ্ণের বিদিতে নিয়া তাহারে দিলেন্ত॥
৬ কৃষ্ণ প্রণমিয়া তবে এমন বুলিল।
৭ প্রতিজ্ঞা সাফল হইল কৃষ্ণক দেখিল॥
৮ ভূমিত পড়িয়া তবে গোবিন্দ বন্দিল॥
৯ • অমুশালে • ।
১০ ভজিলু কৃষ্ণ তোহ্মার শরণে॥
১১ অনাদি নিধন তুমি সংসারের সার।
১২ অবতরি খণ্ডাইল পৃথিবীর ভার॥

১ গরুড়বাহন কৃষ্ণ শঙ্খচক্রধারী।
২ ত্রিভুবননাথ কৃষ্ণ সৃষ্টি অধিকারি ॥৩০৮
জার নাম স্মরণে জে পাপ হ এ ক্ষয়।
৩ জাকে স্তব করে মুনি সদাএ নিশ্চয় ॥৩০৯
৪ তোহ্মার চরণ আজি নয়নে দেখিলু
৫ প্রসন্ন হয়ত প্রভু শরণে পশিলু ॥ ৩১০
ধন্য বীর[৬] বৃষকেতু কর্ণের নন্দন।
৭ রণে জিনি আনে মোরে রাখিআ জীবন ॥
৮ তে কারণে দেখিলুম কৃষ্ণগদাধর।
৯ খণ্ডিল মোহর জত দুর্গ পামর ॥ (?) ৩১১
১০আজিহতে কৃষ্ণ জান মুঞি তোহ্মার দাস
১১না এড়িব তোহ্মার চরণ জোবন্নাস ॥৩১৪
১২ এত বলি অনুশাল করএ বিনয়।
১৩প্রীত হই আলিঙ্গিল কৃষ্ণ মহাশয় ॥ ৩১৩
১৪ বাম হাতে তার করে ধরি ততক্ষণ।
করায়ন্ত[১৫] যুধিষ্ঠির রাজা দরশন ॥ ৩ ৫

১ গরুড়বাহন তুহ্মি শ চক্রধর।
২ তোহ্মার যে সৃষ্টি দেখি যত চরাচর॥
৩ মহামুনিগণে জারে সদাএ সেবএ॥
৪ আজি তোহ্মার দুই চরণ দেখিলুম।
৫ অনুরাগ হও গোসাঞি চরণে পশিলুম॥
৬ ধন্য •
৭ রণে জিনি মোহোরে আনিল সজীবন॥
৮ সে কারণে দেখিলাম •
৯ খণ্ডিল যতেক মোর অধর্ম বিস্তর॥
১০ আজি হতে গদাধর মুই তোর দাস।
১১ অনুগ্রহ কর মোরে দেব পীতবাস॥
১২ হেন বুলি অনুশাল করেন বিনয়।
১৩ প্রীত হইয়া আলিঙ্গন দিল কৃষ্ণ মহাশয়॥
১৩ বাম হাতে তাকে ধরিল তখন।
১৫ করাইলেন্ত •

১ অনুসালে ধর্ম্মরাজ দেখি ততক্ষণ।
২প্রণাম করিআ বোলে পড়িআ চরণ ॥৩ ৬
আজি হোতে ধর্ম্মরাজা আহ্মি[৩] তোর বশ্য।
৪ জেই আজ্ঞা কর কর্ম্ম করিমু অবশ্য ॥৩১৭
তোর তরে প্রাণ পণ করিমু জে[৫] রণ॥৩১৮
জিনিআ আনিল মোরে কর্ণের[৬] নন্দন ॥
অনুসাল বচন শুনিআ নরপতি।
৭ আলিঙ্গিআ তাহারে জে বুলিলা ভারতি ॥
৮ ভীমার্জুন ভাই জেন মোর সহোদর।
আজু[৯] হোতে রাজা তুহ্মি তান[১০] সমসর ॥
১১ [রাজার আদেশ শুনি অর্জুন প্রভৃতি।
অনুসাল প্রণমিল প্রেমভাবে অতি] ॥৩২২
হেনকালে তথা আসি রুক্মিণী নন্দন
অনুসাল নৃপতির জিনি সৈন্যগণ ॥ ৩২৩
১২ঘোড়া লইআ আইল যুধিষ্ঠির গোচর।
বহুল প্রসাদ[১৩] তারে কৈলা নৃপবর ॥৩২৪
১৪ তিনেরে জে যুধিষ্ঠির প্রসন্ন বদন।
নদীতীর হোতে নিজ পুরীত গমন[১৫]॥ ৩২৫

১ অনুশাল রাজা দেখি বিদ্যমান।
২ প্রণাম করিয়া আইল গোচরে তাহান।
৩ • তোর মুই বশ্য।
৪ যে কর্ম্ম বোলহ তাহা করিব অবশ্য॥
৫ • করিমু রণে। ৬ • নন্দনে॥
৭ আলিঙ্গিয়া তাকে বুলিল ভারতি॥
৮ ভীমার্জুন প্রভৃতি মোর ভাই সহোদর।
৯ আজি ১০ তার
১১ [ ] বন্ধনীর অংশ দ্বিতীয় পুস্তকে নাই।
১২ ঘোড়া লইয়া যুধিষ্ঠির আইল গোচর।
১৩ প্রশংসা •
১৪ তবে রাজা যুধিষ্ঠির অনুশাল সনে।
১৫ • গমনে ।